মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন,
সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক
আলিপুর বার্তা

স্বামিজী সুইটস্
ও টেস্টি কর্ণার
বজবজ স্টেশন রোড, বজবজ
কলেজের পাশে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান
এছাড়াও এগরোল, চাউমিন,
ফিসফ্রাই, ধোকা পাওয়া যায়।

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৬ ভাদ্র – ১২ ভাদ্র, ১৪২১ঃ ২৩ আগস্ট –২৯ আগস্ট, ২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.43, 23 August - 29 August, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

চৌরঙ্গীর লড়াইয়ে এগিয়ে সেকেন্ড বয় বিজেপি, বসিরহাট (দক্ষিণ)–এও ঘুঁটি সাজাচ্ছে পদ্মফুল

১৩ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন রাজ্যে

পার্থসারথি গুহ

ফের একটা পরীক্ষার সামনে রাজ্য। প্রশ্নপত্রদুটির নাম চৌরঙ্গী এবং বসিরহাট(দক্ষিণ)। যাকে ঘিরে এখন আন্দোলিত হচ্ছে গোটা রাজ্য। বিগত লোকসভা নির্বাচনে ৩৪ টি আসন জিতে কার্যত ফার্স্ট বয় হয়েছে শাসক দল তৃণমূল। তাও এই উপনির্বাচনকে ঘিরে সন্দিহান সে দলেরই বহু শীর্ষ কর্তা। সবার আগে অবশ্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়ে নিজেদের স্পর্ধার জানান দিয়েছে টিএমসি। কিন্তু রাজ্য রাজনীতির অলিন্দ থেকে যে রিপোর্ট বেরিয়ে আসছে তাতে স্পষ্ট এই দুই আসন নিয়ে ক্রমেই চিন্তার মেঘ জমছে ঘাসফুল শিবিরে। এতদিন চেনা শত্রু বামেদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে তৃণমূল সুপ্রিমো এবং তাঁর দল নিঃসন্দেহে ভুরিভুরি মার্কস পেয়েছেন। এক সময় গো–বলয়ের দল হিসাবে চিহ্নিত বিজেপির মোকাবিলা কোন কায়দায় করতে হবে তার আন্দাজ এখনো হাতরে বেড়াচ্ছে তৃণমূল। নামে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস হলেও প্রকৃত একটি সর্বভারতীয় দল (যার নেতা আবার স্বয়ং মোদি)–এর সামনে পড়ে তৃণমূলের অবস্থা যেন গতিশীল বাউন্সি পিচে খেলা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মতো। প্রথমে আসা যাক বসিরহাট(দক্ষিণ)–এর কথায়। গত লোকসভা ভোটের নিরিখে দেখলে এই বিধানসভা কেন্দ্রেই শুধুমাত্র ত্রিশ হাজারের বেশি ব্যবধানে এগিয়ে ছিল বিজেপি। তাই স্বাভাবিকভাবেই উত্তর ২৪ পরগনার এই আসনটিতে পদ্মফুল ফোটানোর আশা বপন করছেন আম বিজেপি সমর্থকরা। এই কেন্দ্রে পদ্মফুলের প্রতীক নিয়ে দাঁড়ানোর কথা বিগত লোকসভা নির্বাচনের বসিরহাট কেন্দ্রের প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের। সেই ভোটে তৃণমূলের ইদ্রিশ আলির কাছে হারলেও এবার রাজনীতিতে নবিশ শাসক দলের ফুটবলার প্রার্থী দিব্যেন্দু বিশ্বাসকে উড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর শমীক এবং টিম বিজেপি।। এর মধ্যে খাস কলকাতার বুকেও চড়তে শুরু করেছে নির্বাচনী উত্তাপ। সৌজন্যে অতি অবশ্যই চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। বাম বিরোধী কেন্দ্র বলে সুবিদিত চৌরঙ্গী কিন্তু এবার শাসক দলের হৎকম্পন বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রসঙ্গত এই কেন্দ্রেও বিজেপিই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের পথের কাঁটা। সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনেত্রী স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাঁড় করিয়েও খুব একটা স্বস্তিতে নেই ঘাসফুল ব্রিগেড। তার ওপর লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের প্রেক্ষিতে যেখানে রীতিমতো পর্যুদস্ত হন কংগ্রেস প্রার্থী সোমেন মিত্র সেখানে একমাত্র এই বিধানসভা কেন্দ্রেই হাজার খানেক ভোটের মার্জিনে এগিয়ে ছিলেন তিনি। তাছাড়া কলকাতার দুটি আসনেই লোকসভা ভোটের ফলাফলে তৃণমূলের পরেই কিন্তু ছিল বিজেপি। সিপিএম তথা বাম এবং কংগ্রেসকে অনেকটাই পিছনে ফেলে। কংগ্রেসের এই খারাপ বাজারে চৌরঙ্গীতে হাত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে যে সন্তোষ পাঠকের নাম প্রায় নিশ্চিত তার রাজনৈতিক ওজনও খুব একটা উল্লেখনীয় নয়। বরং এই কেন্দ্রের হিন্দিভাষী ভোটারের এক বড় অংশের মধ্যে এবার বিজেপি ফ্যাক্টর অনেক মানানসই হয়ে উঠবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। বিজেপির হয়ে খাস কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আগামী ১৩ সেপ্টেম্বরের উপনির্বাচনে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত লড়ার প্রধান সম্ভাবনা দলের প্রচার সচিব রীতেশ তিওয়ারির।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সুবাদে সুবক্তা হিসাবে রীতেশের একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে গোটা রাজ্যবাসীর কাছে। সেই বাকবাগিশ রীতেশ এবার নির্বাচনী ময়দানেও নিজের কৌশল দেখাবেন বলে আশাবাদী বিজেপি শিবির। এক্ষেত্রে গেরুয়া শিবিরের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন দলের সভাপতি তথা মোদি ঘনিষ্ঠ অমিত শাহ। আগামী মাসের শুরুতেই শহরে এসে চৌরঙ্গীতে প্রচার সারবেন অমিত শাহ। বলাইবাহুল্য সারদা ইস্যুতে কোনঠাসা রাজ্য সরকারকে বিঁধতে এই সুবর্ণ সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইছে না বিজেপি।

তাছাড়া আগামী বছরের কলকাতা পুরসভা ভোট এবং ২০১৬–এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই উপনির্বাচন নিঃসন্দেহে হয়ে উঠতে চলেছে স্টেজ রিহার্সালের প্ল্যাটফর্ম। বসিরহাট দক্ষিণের মতো অবশ্য চৌরঙ্গীর এই উপনির্বাচনে নিজেদের হতদরিদ্র দেখছেন না বামেরা। ৩৪ বছরের রাজপাট চালাবার পর তাদের অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই দূরবীন দিয়ে খোঁজার মতো। তাও সাধ্যমতো শক্তি নিয়ে চৌরঙ্গীতে ঝাঁপাতে চায় সিপিএম। যদিও গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের শিখা মিত্রের বিরুদ্ধে বামেদের প্রার্থী হয়েছিলেন লালুপ্রসাদের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা বিমল সিং। তবে সেবারের তৃণমূলী ঝড়ে যথারীতি উড়ে গিয়েছিলেন তিনিও।

শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্রে কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ফৈয়াজ আহমেদ খানকে লড়তে দেখা যাবে কাস্তে হাতুড়ি প্রতীক নিয়ে। রাজ্যের দুটি আসনের উপনির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক পারদ আস্তে আস্তে চড়ছে। এই উপনির্বাচনেই প্রথমবার মালুম পড়বে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের কাজকর্ম কিভাবে নিচ্ছে রাজ্যবাসী। বামেদের রক্তপাত আরও বাড়ল কিনা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অবস্থান সর্বোপরি শাসক দলের দর্প কতটা অটুট থাকবে তার উত্তরও মিলবে এই ভোট থেকে।

মোদির কাছে নেতাজি তথ্য উদ্ধারের দাবি

নয়া দিল্লি থেকে শমিতা চৌধুরী

দিল্লির যন্তরমন্তর থেকে সারা ভারতের নেতাজি অনুরাগী সংগঠনের লোকজন নেতাজি সম্পর্কিত যাবতীয় গোপন নথি প্রকাশের দাবি তুলল নতুন সরকারের কাছে। হরিদ্বার ও কলকাতায় এই 'অধিকার যাত্রা' সভা ও পদযাত্রা করার পর গত ১৯ আগস্ট সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক অনশন ও অবস্থান সূচি পালন করেন। অধিকার যাত্রার আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট তথ্যচিত্র পরিচালক অম্লান কুসুম ঘোষ জানান যে, নেতাজি ও আজাদ হিন্দ সরকারের ফাইল প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। কারণ তা দেশবাসীর জন্মসিদ্ধ অধিকার এবং সরকারকে তা স্বীকার করতে হবে। স্বামিজী নেতাজি আইডিয়াল ইয়ুথ সোসাইটির পক্ষে ডাঃ গৌতম পাল চিতাভস্ম আনার চক্রান্তের বিপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ওই অবস্থান–অনশন মঞ্চে নেতাজি চেতনা মঞ্চ ও সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী সাম্প্রতিক ভারতরত্ন বিতর্ক প্রসঙ্গে জানান, অযোধ্যার রামচন্দ্র, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ, কাশ্মীরে সমাধিস্থ যিশু খ্রিস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রকৃত অর্থে ভারতরত্ন সেইরকমই নেতাজি প্রকৃত অর্থেই চিরকালীন ভারতরত্ন।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুর সাফাই কর্মীরাই চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যের শিকার

বরুণ মন্ডল

কলকাতা: দেশের সেরা পাঁচ মহানগরীর মধ্যে কলকাতা মহানগরীর প্রধান সড়কগুলি দিয়ে সকাল বা দুপুরে যাতায়াতের সময় দেখা যায় পুরসভার আধুনিক ভ্যাটগুলি সাফাইয়ের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন পুরকর্মীরা। কিন্তু তাদের নাকে না থাকে রুমাল বা না থাকে স্বাস্থ্য সম্মত মাস্ক, জুতো বা গ্লাভস। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশানুযায়ী, ম্যানহোলের ময়লা তোলার জন্য নর্দমায় মানুষ নামানো নিষিদ্ধ। দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, মানুষের বদলে যন্ত্র দিয়ে ম্যানহোলের ময়লা তুলতে হবে। একান্তই যদি ম্যানহোলে মানুষ নামাতে হয় তা হলে অক্সিজেন মাস্ক, বিশেষ ধরনের জুতো, পোশাক–সহ আপৎকালীন জরুরি ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু কলকাতায় আগের মতোই মানুষ নামিয়ে ম্যানহোল পরিষ্কার হচ্ছে। আপৎকালীন কোনও ব্যবস্থাই থাকে না। অস্বাস্থ্যকর ওই পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে সাফাইকর্মীদের প্রায় প্রত্যেকেই বিভিন্ন চর্ম রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ এই অব্যবস্থা চলে এলেও বিষয়টি নিয়ে এতদিন কারও কোনও হেলদোলই ছিল না। সম্প্রতি কলকাতা সফরে এসে পুর–সাফাইকর্মীদের এই করুণ অবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় সাফাই কর্মচারী কমিশনের সভাপতি এম শিবানন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শ্রীশিবানন্দবাবু পুরসভাকে কার্যত হুশিয়ারি দিয়েছেন। জঞ্জাল সাফাই, নিকাশি দফতর–সহ বিভিন্ন দফতর মিলিয়ে পুরসভায় এই মুহূর্তে প্রায় ৯০০০ সাফাই কর্মী রয়েছেন। রাস্তা পরিষ্কার রাখা, নিকাশি নালা থেকে আবর্জনা তোলা, ভ্যাট পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজের জন্য সাফাইকর্মীদের উপরেই পুরসভাকে পুরোপুরি ভরসা করতে হয়। একাজ করতে গিয়ে সাফাই কর্মীদের শরীরের যাতে ক্ষতি না ঘটে, সেজন্য কিছু সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। এই তালিকায় জামা–কাপড়, শাড়ি, বর্ষাতি, গামছা, সাবান, টুপি এবং জুতো। অভিযোগ, এ সমস্ত কেনার জন্য প্রতি বছর বাজেটে বিশাল অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তার সুফল সাফাইকর্মীরা পাচ্ছেন না। আরও অভিযোগ, পুরসভা থেকে যে সব সরঞ্জাম দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় যেমন কম, তেমনই নিম্নমানেরও বটে। যে বুট জুতো দেওয়া হয়, তা পায়ে গলালেই স্কিন ডিজিজ দেখা দিচ্ছে। এই ভয়ে অধিকাংশ কর্মী ওই বুট জুতো ব্যবহার করছে না। পোশাক বানানোর যে কাপড় দেওয়া হয়, তাও বেশি দিন টেকে না। ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করার ফলে সাফাইকর্মীদের ত্বকের রোগ, নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। শ্রী শিবানন্দ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সাফাইকর্মীদের দুরাবস্থার কথা জানতে পেরে এই বৈঠকে পুরকর্তাদের সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সাফাইকর্মীদের স্বাস্থ্যের দিকেও পুরসভাকে নজর দিতে হবে। শ্রী শিবানন্দের ধমকের পরপরই পুর–মহাধ্যক্ষ সাফাইকর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মহানাগরিক জানান, কাজ করতে গিয়ে সাফাইকর্মীদের যাতে কোনও ছোটো–বড় সমস্যা না হয়, সেজন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এখনও আতঙ্কে হাওড়া স্টেশনের নিত্যযাত্রীরা

অমিত জানা

আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন, তদন্ত হবে। কিন্তু ওই টুকুই সার। কাজের অগ্রগতি বেশিদূর এগোয়নি। ফলে যাত্রীরা এখনও আতঙ্কে। ফের যদি ১১ আগস্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ঘটনাটি দেশের সবচেয়ে ব্যস্ততম হাওড়া স্টেশনের।

ঠিক কি ঘটেছিল? ১১ আগস্ট সোমবার। হাওড়া স্টেশনে স্তম্ভের একাংশ ভেঙে পড়ায় হুড়মুড়িয়ে পড়েছিল একশো ফুটের একটি শেড। ঘটনাটি ঘটেছিল হাওড়া স্টেশনের ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ওইদিন সকাল ১০টা নাগাদ। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ঠিক ১৫ মিনিট আগে কালকা মেল ওই প্ল্যাটফর্মে ঢোকে। তারপর ওই শেডের একটি বিশাল অংশ কালকা মেলের উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এর ফলে বিশেষ করে কালকা মেলের এ ১১, জেনারেল বগি, ডি–১ এবং লাগেজভ্যান–সহ ইঞ্জিনের ঠিক তিনটি কামরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এস ১১ কামরার দরজার ওপর ভেঙে পড়া শেডটি আটকে যাওয়ায় সেটি প্ল্যাটফর্মে পড়ে যায়নি। না হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটত। কারণ সকালে ওই ব্যস্ত সময় অনেক যাত্রীই ওখান যাতায়াত করেন। এমনকী সৌভাগ্যবশত কালকা মেলের কোনও যাত্রীই এই ঘটনায় আহত হননি। কারণ ওই সময় অনেক যাত্রী কালকা মেল থেকে নামেননি।

কারশেড কাণ্ড

কি বলছেন নিত্যযাত্রীরা? ঘটনাটি ঘটার পর নিত্যযাত্রীরা এখনও আতঙ্কে। তারা প্রতিনিয়ত ভয়ে হাওড়া স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন। হাওড়ার লিলুয়ার বাসিন্দা দেবাশিস করণ জানিয়েছেন, 'আমি কলকাতায় কাজ করি। ঘটনার দিন আমি হাওড়া স্টেশনেই ছিলাম। দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত এই স্টেশনে এইরকম ঘটনায় আমি হতবাক। রেল কর্তৃপক্ষের তদারকির গাফিলতিতেই এইরকম ঘটনা ঘটেছে। আমরা নিত্যযাত্রীরা রীতিমতো আতঙ্কে আছি। ভয়ে ভয়ে এখান দিয়ে যাতায়াত করি। যদি আবার ১১ আগস্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। রেল কর্তৃপক্ষের আরও সতর্ক থাকা উচিৎ ছিল। ঘটনা ঘটার পর যত কড়াকড়ি করছেন তারা। ঘটনার আগে যদি একটু সতর্ক থাকত তাহলে এমন ঘটনা ঘটত না। ভাগ্যিস কেউ হতাহত হননি। না হলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরই প্রাণহানি ঘটত।' পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার বাসিন্দা বরুন সাঁতরা জানিয়েছেন, 'আমি প্রতিদিনই হাওড়া–পাঁশকুড়া লোকালে হাওড়া স্টেশনে আসি। তারপর হাওড়া বাসস্ট্যান্ডে যাই। সেখান থেকে বাসে চেপে সোজা কলকাতার ধর্মতলায় কাজে যাই। আমি সকাল প্রায় ১০টা–১০.৩০ মিনিটের মধ্যে হাওড়া স্টেশনে আসি। ট্রেনটি অনেক সময় ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়। ভেবে শিউরে উঠছি, যদি ওই সময় এই ঘটনাটি ঘটত তাহলে কি হত! আমরা এখনও ভয়ে ভয়ে আছি। যদি ফের এরকম ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে দেখলাম রেলের কর্মীরা সব পরীক্ষা করছে। ওই কয়েকদিনই সার। তারপর যেই কে সেই। নিউ কমপ্লেক্সে এই ধরনের ঘটনা নাও ঘটতে পারে। কিন্তু ওল্ড কমপ্লেক্সে এই ধরনের ঘটনা আবার ঘটতে পারে। তাই আমরা আতঙ্কে আছি।'

কি জানাচ্ছেন আধিকারিকরা: এ বিষয়ে ডিআরএম (হাওড়া) অনির্বান দত্ত জানিয়েছেন, ' প্ল্যাটফর্মের এই পুরনো শেডটি একদিকে ৬ টি লোহার পিলার এবং ক্যান্টিলিভারের ওপর দাঁড়িয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের রেল লাইনের দিকে শেডের কোনও খুঁটি ছিল না। একদিকের পিলারের ওপর হ্যাঙারের মতো আচ্ছাদনটি ক্যান্টিলিভারের সাহায্যে ঝোলানো ছিল। ক্যান্টিলিভার ভেঙে শেডটির ঝোলানো দিক খুলে যেতেই তার টানে উল্টোদিকের পরপর তিনটি লোহারপিলার একেবারে গোড়া থেকে উপরে যায়। ডাউন কালকা মেল ওই সময় ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকলে পুরো ২০০ ফুটের আচ্ছাদনটি প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়ত। ফলে ক্ষয়ক্ষতি তো হতই, প্রাণহানিও ঘটতে পারত। তবে ঘটনা ঘটার পর রেলের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কর্মী ও ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে সব প্ল্যাটফর্মের শেড পরীক্ষা ও মেরামতি করা হয়েছে। আর এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না।' পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রবি মহাপাত্র জানিয়েছেন, 'আমরা তদন্ত করে দেখেছি, এটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা। কোনও নাশকতা নয়। এই ঘটনার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় তার পুরো ব্যবস্থা নিয়েছি। যাত্রীরা এখন নিশ্চিন্তে হাওড়া স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন।'

রেলের উচ্চপদস্থ আধিকরিকরা যাই বলুক না কেন, নিত্যযাত্রীরা আশ্বস্ত হতে পারছেন না। হাওড়া স্টেশনের মতো এত বড় জায়গায় কি করে এই ঘটনা ঘটল? রেল কর্তৃপক্ষের কি আরও বেশি সতর্ক থাকা উচিৎ ছিল না? প্রশ্ন উঠছে।

প্রতিবাদ সভায় 'আক্রান্ত আমরা'

মেহেবুব গাজি

ডায়মন্ডহারবার: আগামী ২৩ আগস্ট শনিবার ডায়মন্ড হারবার বাসস্ট্যান্ডে রাজ্যব্যাপী খুন–ধর্ষণ, অত্যাচার ও জুলুম বন্ধ এবং গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে আক্রান্ত মানুষজনের পাশে থাকার লক্ষ্যে 'আক্রান্ত আমরা'র আহ্বানে এক পথসভা। 'আক্রান্ত আমরা' বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়কালে নানাভাবে প্রতারিত, নির্যাতিত এবং আক্রান্ত। আমরা আক্রান্তরা বিচার চেয়ে আজও বিচার পাইনি। পেয়েছি এবং পাচ্ছি হুমকি, চোখ রাঙানি, মিথ্যে মামলা, হেনস্থা ও নিরবিচ্ছিন্ন হয়রানি। এমনকী রাজ্য প্রশাসন দেশের 'আইন ও সংবিধান' বিরোধী প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাবের কারণে রাজ্য জুড়ে কোথাও গোপনে, কোথাও প্রকাশ্যে ভয়ের আবহ। তারই মধ্যে জোর করে তোলা আদায়, ঘর–বাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর। ভোট–লুঠ, ধর্ষণ, খুন–জখম ও অত্যাচার–জুলুম সবই চলছে লাগামছাড়াভাবে। লাঞ্ছনা এবং কটুক্তির শিকার হতে হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম, রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা, মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন, এমনকী জাতীয় নির্বাচন কমিশনকেও। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 'আক্রান্ত'দের তালিকা প্রতিদিনই দীর্ঘতর হচ্ছে। এসবের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতেই এই মঞ্চ গঠন। যার সভা শনিবার, ২৩ আগস্ট। এখানে উপস্থিত থাকবেন অম্বিকেশ মহাপাত্র ও সুব্রত সেনগুপ্ত (কার্টুন–কাণ্ডে ফৌজদারি মামলায় আক্রান্ত), মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল (কামদুনি প্রতিবাদ মঞ্চ), হৃদয় ঘোষ ও শিবানী ঘোষ (দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত সাগর ঘোষের পুত্র ও পুত্রবধূ), চৈতালী সরকার (চিটফান্ড কাণ্ডে আক্রান্ত), মইদুল ইসলাম মোল্লা, প্রমুখ ব্যক্তি। অম্বিকেশ মহাপাত্র, অরুনাভ গাঙ্গুলী ও মইদুল ইসলাম 'আক্রান্ত আমরা'–এর পক্ষে আহ্বায়কের ভূমিকা পালন করছেন।

তাপস পাল মামলা – দুই বিচারপতির ভিন্নমত পোষণ, অতঃকিম্?

কল্লোল গুহঠাকুরতা (আইনজীবী)

আমরা ইতিমধ্যে সকলেই জেনে গিয়েছি যে তাপস পালের কটূক্তিকর এবং কুরুচিকর বক্তৃতা সংক্রান্ত মামলার রায় দিতে গিয়ে মহামান্য উচ্চ–আদালতের মাননীয় দুই বিচারপতি শ্রী গিরিশচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রী তপোব্রত চক্রবর্তী ভিন্নমত পোষণ করেছেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রী গিরিশচন্দ্র গুপ্ত, মাননীয় বিচারপতি শ্রী দীপঙ্কর দত্তের দেওয়া বিষয়টিকে আংশিক পরিবর্তন করে, তাপস পাল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের করা আপিল মামলাটি আংশিকভাবে অনুমোদন করেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রী গিরিশচন্দ্র গুপ্তের মতে পুলিশ নিশ্চয় আইনানুগভাবে এই ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে তাপস পালের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আইনানুগভাবে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এরজন হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানের কোনও প্রয়োজন নেই, অথবা এই মুহূর্তে সিআইডি তদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মাননীয় বিচারপতি শ্রী তপোব্রত চক্রবর্তীর মতে আজকাল যা দিনকাল পড়েছে, তাতে পুলিশের ওপর আর ভরসা করা যায় না। পুলিশের যদি ব্যাপারটিতে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপার থাকত, তাহলে নাকাশিপাড়া থানায় যখন তাপস পালের বিরুদ্ধে অভিযোগটি জমা পড়ে, তখনই তা করতে পারতো। কিন্তু পুলিশ নিজে যখন তা করেনি, তখন সেই পুলিশের উপর কোনওমতেই আর ভরসা করা যায় না। তাছাড়া, শাসকদল শাসিত পুলিশের পক্ষে একজন সরকারপক্ষের সাংসদের বিরুদ্ধে, শাসকদলের নেতানেত্রীর অনুমোদন ছাড়া, উপযুক্তভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়াও কঠিন। তাই হাইকোর্টের দেওয়া সিঙ্গল বেঞ্চের রায়টিই বহাল রাখা হল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তাপস পালের করা দুটি আবেদনই খারিজ করা হল। পুলিশ তিনদিনের মধ্যেই নাকাশিপাড়া থানায় করা তাপস পালের বিরুদ্ধে ডায়রিটিকে এফআইআর হিসেবে গণ্য করবে এবং তার ভিত্তিতে সিআইডি তদন্ত শুরু করবে। এবং

হাইকোর্টকে নিয়মিতভাবে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে। কিন্তু এইভাবে দু'জন বিচারপতি যদি একই মামলার রায় দিতে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন, তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? এ সম্পর্কে বিভিন্ন খবরের কাগজে, রেডিও এবং টিভিতে সবাই যেটা বলতে চাইছেন, তা হল, এই আপিল মামলাটি এরপর আবার কোনও একটি সিঙ্গল বেঞ্চে পাঠানো হবে এবং তিনি যে রায়টি দেবেন, সেটাকেই চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলকভাবে ধরা হবে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শকে সামনে রেখে উন্নয়নের পথে পানিহাটি

পানিহাটির বিধায়ক তথা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনটি লিখেছেন আলিপুর বার্তা'র উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রতিনিধি *কল্যাণ রায়চৌধুরী।*

রাত প্রায় সওয়া ন'টা। তখনও মানুষের আসা–যাওয়ার বিরাম নেই। সোদপুর রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী ঘোষ বাড়িতে তখনও রীতিমতো কর্মব্যস্ত পানিহাটির বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ। অবশ্য জেলায় তাঁকে নান্টু 'দা বলেই চেনেন আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা। কথা মতো প্রতিবেদককে সময় দিতে দিতে রাত প্রায় দশটা। উন্নয়ন প্রসঙ্গে কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'এই প্রথম একজন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই বার বার নিজে উপস্থিত হয়ে মানুষের উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে করে চলেছেন।' পরে বলেন, 'আমি উত্তর ২৪ পরগনায় দীর্ঘ বছর দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি তৃণমূলের একজন বিধায়ক হিসেবে। বলতে দ্বিধা নেই, মা–মাটি–মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা। তিনি রাজ্যের পাশাপাশি এই জেলাতেও রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল ও মহকুমা হাসপাতাল সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেবার সার্বিক চেষ্টা চালাচ্ছেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য, এসএনসিইউ, এসএনএসইউ ইউনিট তৈরি, ডায়ালেসিস পদ্ধতি চালু, হৃদরোগ চিকিৎসার বিশেষ আধুনিকিকরণ–সহ হাসপাতালগুলিতে শয্যা বাড়ানো ও ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি করে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর কাজ ইতিমধ্যে প্রায় সমাপন করেছেন।' পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারেও মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট কার্যকরী পদক্ষেপ করেছেন। এই দাবি করে নির্মলবাবু বলেন, 'নতুন স্কুল–কলেজ নির্মাণ ও পুরনো কলেজগুলিতে পরিপূর্ণ পরিকাঠামো তৈরি–সহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

এছাড়া রাস্তা–ঘাট, পানীয় জল, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি–সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের জীবন–জীবিকার মানোন্নয়নে দৃঢ় পদক্ষেপ করে চলেছেন। সমস্ত খালগুলোর সংস্কার ও পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রকল্প করে চলেছেন একের পর এক।' তিনি আরও বলেন, 'বিরোধী শক্তি সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেসের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে একমাত্র হাতিয়ার উন্নয়ন। এক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূমিকা অনবদ্য। উন্নয়নের মাধ্যমেই সমালোচনার জবাব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।' একটু থেমে নির্মলবাবু চলে আসেন তাঁর নিজস্ব বিধানসভা পানিহাটি প্রসঙ্গে। বলেন, 'আমি পানিহাটির বিধায়ক হিসেবে, আমার পানিহাটিতে সমানভাবে একই পর্যায়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে চলেছি। পানিহাটি হাসপাতালে এসএনসিইউ ইউনিট স্থাপন এবং ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান জনসাধারণের পরিষেবার্থে তৈরি করা হয়েছে।' সমগ্র পানিহাটির ৩৫টি ওয়ার্ডেই চলছে কেএমডিএ–র মাধ্যমে গঙ্গার জল পরিশোধনের কাজ। প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাজ চলছে বলে দাবি করেন তিনি। আরও বলেন, পানিহাটি পুরসভাভুক্ত মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিকে মর্যাদা দিয়ে গোটা নিকাশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে। এই সঙ্গে রাস্তার উন্নয়নে নতুন পরিকল্পনা–সহ সবুজায়ন ও আলোকিত করার কাজ চলছে দ্রুততার সঙ্গে।'

তিনি এও বলেন, 'বিধায়ক এবং সাংসদ তহবিলের অর্থে এলাকার স্কুল–কলেজ, হাসপাতাল এবং উন্নয়নের কাজ যেমন চলছে, তেমনই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর নামাঙ্কিত একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরির কাজ চলছে।' পানিহাটি পুরসভা দায়িত্ব নিয়ে এই কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়াও পুকুর সংস্কার করে সৌন্দর্যায়ন, পার্ক ও কমিউনিটি হল তৈরির কাজও দ্রুতগতিতে চলছে বলে জানালেন। আগামী দিনে একটি পানিহাটি মহিলা কলেজ নির্মাণ–সহ সমগ্র পানিহাটিকে উন্নত শহর তৈরি করার লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে, পানিহাটির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একাজ তিনি সম্পন্ন করবেনই বলে অঙ্গীকার করেন নির্মলবাবু।

কলকাতায় যৌথ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতায় তৈরি হবে যৌথ বাণিজ্যকেন্দ্র। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে রাজারহাটের ফিনান্সিয়াল হাবে বিনিয়োগের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস শিল্পে জমি সমস্যা হবে না।

সিঙ্গাপুর সফরের দ্বিতীয় দিনেই, সে দেশের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুংয়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় চল্লিশ মিনিট চলে আলোচনা। দুদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গকে যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী। সিদ্ধান্ত হয়, কলকাতায় একটি বাণিজ্য কেন্দ্র গড়বে সিঙ্গাপুর সরকার। আঠারো মাসেই সম্পূর্ণ হবে সেই বিজনেস সেন্টার তৈরির কাজ।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে বিনিয়োগ করেছে সিঙ্গাপুরের সংস্থা চাঙ্গি। পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের সুবিধার কথা লি সিয়েন লুংয়ের কাছে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজারহাটের ফিনান্সিয়াল হাবে সিঙ্গাপুরের সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানান তিনি।

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর বন্দরে গিয়ে সিঙ্গাপুর পোর্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সরকারি আমলা ও রাজ্যের শিল্পমহলের সঙ্গে বৈঠকে করেন তিনি।

বুধবার ইন্ডিয়া–সিঙ্গাপুর চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে শিল্প সম্মেলনে ভাষণ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠককে সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবেই দেখছে শিল্পমহল। চাঙ্গি শিল্পগোষ্ঠীর দেওয়া নৈশভোজেও এদিন অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। সিঙ্গাপুর সফরের দ্বিতীয় দিনেও ঠাসা কর্মসূচি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে যেমন আশাবাদী শিল্প মন্দা পশ্চিমবঙ্গ তেমনই আবার সন্দেহের বাতাবরণও কম নয়। বিশেষ করে সিঙ্গুরের টাটা পর্বের পর এই মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে শিল্পমহলে খুব ভালো বার্তা পৌঁছায়নি। এমতাবস্থায় সিঙ্গাপুরের দৌত্য কতটা সফল হবে তা নিঃসন্দেহে লাখ টাকার প্রশ্ন।

আমতায় কন্যাশ্রী মেলা ২০১৪

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আমতা–১ উন্নয়ন সমষ্টি ও পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় ১৪ আগস্ট সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমতা অডিটোরিয়ামে সারাদিন ব্যাপী কন্যাশ্রী মেলার বিভিন্ন উপভোক্তাদের হাতে শংসাপত্র, সাম্মানিক ও অন্যান্য উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলন করে উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও পরিষদীয় সচিব (বিদ্যুৎ ও আইন) পশ্চিমবঙ্গ ডাঃ নির্মল মাজী বলেন, প্রত্যেক মহিলাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য নানান প্রকল্প নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই চিন্তা প্রসূত 'কন্যাশ্রী প্রকল্প'। আর এই কন্যাশ্রী দিবসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে কন্যাশ্রী মেলা। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দেখেছেন মহিলারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছেন। সমাজকে, দেশকে উন্নত করতে গেলে মহিলাদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এই উপলব্ধি করেছেন। দেখেছেন ছোটবেলা থেকেই মহিলারা অবহেলিত–বঞ্চিত থেকেছে। শোষিত, নিপীড়িত হয়েছে। নারীমুক্তি নারী–স্বাধীনতার কথা সব রাজনৈতিক দলই বলেছে। কিন্তু তাদের কথা নানান প্রতিশ্রুতি শুধুই থেকেছে। বাস্তবে কিছুই করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়ে শিশু অবস্থা থেকে মহিলাদের শিক্ষা–উন্নয়ন, মুক্তি–স্বাধীনতা এবং নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য নানান কর্মসূচী প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তবায়িত করছেন। তিনি বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকার অন্ন–বস্ত্র–বাসস্থান। এইগুলিকে নিয়ে চিরকালই রাজনীতি করা হয়েছে। গরিব গরিবই থেকে গিয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিকারগুলি পাইয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'র ঐকান্তিক ইচ্ছা আমতায় প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি সুন্দর আধুনিক মানের উন্নত মহিলা বিদ্যালয় করার, সেই সঙ্গে বি.এড, বি.টি বিদ্যালয় করার। আমতার বি.এল.ও দফতর থেকে যদি জায়গা দেওয়া হয়, অথবা কেউ জমি দান করেন তাহলে এই প্রকল্প বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে।

কন্যাশ্রী মেলায় কন্যাশ্রী কে–১'র ৪৩৫৬ জন, কে–২'র ৪৫৬ জন, শিক্ষাশ্রী ১০৫ জন, সেলফ হেলফ গ্রুপের ৭৫ জনকে প্রকল্পের অনুমোদিত চিঠি ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। এছাড়াও রেশন কার্ড ১২ জন, উদ্যান পালন ১০ জন, মৎস্যচাষী ২৮ জন, কৃষক ৫১ জন, প্রাণীপালক ১১৯ জনের হাতে সহায়ক সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। ৯৮৬ জন মহিলাকে সাইকেল বিতরণ করা হয়। সাইকেলগুলি পান তপশিলি জাতি–উপজাতি–সংখ্যালঘু ও ওবিসি সম্প্রদায়ের ছাত্রীরা।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা–প্রবন্ধ–ছড়া প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিশেষ পুরস্কৃত করা হয় পোস্টার প্রতিযোগিতায় জেলায় স্থানাধিকারি শ্রেয়া মান্না এবং ছড়া প্রতিযোগিতায় জেলায় ৩য় স্থানাধিকারী মুনমুন মণ্ডলকে। নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার দেওয়া হয় ৪টি বিদ্যালয়কে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির নারী শিশু উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অর্চিতা বসু, আমতা ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গৌতম দত্ত, আমতা ১ যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌভিক ঘোষাল, আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়া পাঁজা, সহ–সভাপতি শুকদেব মণ্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ শিলা মাকাল ও সদস্য রীনা দাস নেবু প্রমুখ। এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য–সংগীত, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা পাঠ, শ্রুতি নাটক পরিবেশিত হয়।

কেরিয়ার গাইড

রূপচর্চার জগতেও এখন চাকরির সুযোগ অফুরন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : রূপের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত ও চিরকালীন। সবাই চায় নিজেকে সুন্দর ও অল্পবয়সী দেখাক আর সেই সঙ্গে সুস্থ থাকতে। আর এই স্বপ্ন পূরণের জন্য সৌন্দর্যশিল্পের এত বাড়বাড়ন্ত। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে এখন কেরিয়ারের নতুন দিগন্ত তৈরি হয়েছে। মেয়েদের পাশাপাশি পেশাদার হিসেবে ছেলেদের গুরুত্ব ও চাহিদা বেড়ে চলেছে। অল্পশিক্ষিত থেকে উচ্চশিক্ষিত সব ধরনের ছেলেমেয়েদের কাজের সুযোগ আছে।

কাজের ক্ষেত্র: সৌন্দর্য বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের বিউটি পার্লার ছাড়াও চাকরির ভাল সুযোগ আছে এইসব সংস্থায়, প্রসাধন শিল্প, ভেষজ শিল্প, হেলথ সার্ভিস, হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি (নামি হোটেল), স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রি, হলিডে রিসর্ট, হেলথ ক্লিনিক, হেলথ ক্লাব, স্যাঁলো, স্পা সেন্টার, সেলুন, প্রোডাকশন হাউস (সিরিয়াল/সিনেমা/লাইভ শো), বিউটি শপ, গ্রুমিং ও ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কোনও সংস্থায় ধরাবাঁধা চাকরি করতে না চাইলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। জায়গা থাকলে ব্যাঙ্ক থেকে কিংবা সরকারি প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে খুলতে পারেন বিউটি পার্লার কিংবা স্যাঁলো। বিউটি পার্লার মানে যেখানে মেয়েদের বিউটি কালচারের কাজ হয় আর স্যাঁলো মানে যেখানে ছেলেমেয়ে উভয়ের বিউটি কালচার, অর্থাৎ রূপচর্চা হয়।

পেশার বিভিন্ন ক্ষেত্র: শিক্ষাগত যোগ্যতা, আগ্রহ ও ট্রেনিং অনুযায়ী সৌন্দর্য বিজ্ঞানের এইসব পদে কেরিয়ার গড়ার সুযোগ আছে:

বিউটিশিয়ান: বিউটিশিয়ানের কাজ মানুষের দেহের বিভিন্ন খুঁত ঢেকে ও গঠন অনুসারে সাজানো।

বিউটি কনস্যালট্যান্ট: ত্বকের গঠন অনুসারে ত্বক পরিচর্যা ও অন্যান্য অঙ্গের পরিচর্যার পরামর্শ দেন বিউটি কনস্যালট্যান্ট।

হেয়ার ড্রেসার: উপভোক্তার পছন্দ অনুসারে তাঁর কেশ পরিচর্যা করেন হেয়ার ড্রেসার।

হেয়ার স্টাইলিস: একজন হেয়ার স্টাইলিস্টের কাজ চুলের স্টাইল করা, কাটিং, কেমিক্যাল পামস্ ও কালার ট্রিটমেন্ট করা। এছাড়াও এঁদের কাজের তালিকায় আছে ক্লায়েন্টের চুল শ্যাম্পু ও কন্ডিশন করা, চুল রঙ করা, পরচুলা পরানো। চুলের যত্ন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

শ্যাম্পু টেকনিশিয়ান: হেয়ার স্টাইলিস্ট পদের সাব–ক্যাটেগরি হল শ্যাম্পু টেকনিশিয়ান। এই পেশার কাজ হেয়ার কাটিং, শ্যাম্পু ও কন্ডিশন করা। মেক–আপ আর্টিস্ট: সিনেমা/সিরিয়ালে অভিনেতা–অভিনেত্রী, ফ্যাশন শো, মডেল, রিয়েলিটি শো'এ অংশগ্রহণকারী থেকে বিয়ে বাড়ির কনে–বর সাজানোর কাজ করেন মেকআপ আর্টিস্ট। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মেক–আপ ম্যান বলা হত। এখন শিল্পীর মর্যাদা দেওয়া হয়। মেক–আপ শিল্পীকে জানতে হয় কোন মুখমণ্ডলে কী ধরনের মেক–আপ মানানসই ও কী রঙের মেক–আপ করা উচিত।

ম্যানিকিওরিস্ট: ম্যানিকিওরিস্টদের কাজ মূলত হাতের ও নঁখের পরিচর্যা করা ও পরামর্শ দেওয়া।

পেডিকিউরিস্ট: এঁরা পায়ের পরিচর্যা করেন ও পরামর্শ দেন।

অ্যারোমাথেরাপিস্ট: সুগন্ধী দিয়ে চিকিৎসা বা রূপচর্চার পদ্ধতি হল অ্যারোমাথেরাপি। এই কাজে পেশাদারদের বলা হয় অ্যারোমাথেরাপিস্ট। জেনে রাখা দরকার, অ্যারোমাথেরাপি কোনও পণ্য নয়, একটা পদ্ধতি মাত্র।

স্পা থেরাপিস্ট: যেখানে মাথার চুল থেকে পায়ের নখের যত্ন নেওয়া হয়, তাকে স্পা বলে। এখানে স্পা থেরাপি বলতে জলের সঙ্গে অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে বডি ম্যাসাজ করানোর পদ্ধতি বোঝায়। এটা মোলায়েম ম্যাসাজ মাত্রা নয়, শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ দূর করেত স্পা থেরাপি ব্যবহার হয়। স্পা থেরাপির কাজ শরীরের যন্ত্রণা কমানো ও সৌন্দর্য বাড়ানো। এই পদ্ধতির পেশাদারদের স্পা থেরাপিস্ট বলা হয়।

বিউটি শপ ম্যানেজার: বড় বড় পার্লার বা বিউটি শপে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সামলান বিউটি শপ ম্যানেজার। এই পদের কাজ জনসংযোগ রক্ষা, খরিদ্দার আপ্যায়ন ও কর্মীদের কাজের দায়িত্ব বন্টন করা।

ম্যাসাজ থেরাপিস্ট: ম্যাসাজের মাধ্যমে ক্লান্তি বা মানসিক অবসাদ দূর করতে কিংবা রক্ত সঞ্চালন ঠিকঠাক রাখার কাজ করেন ম্যাসাজ থেরাপিস্ট।

বিউটি থেরাপিস্ট: বিউটি থেরাপিস্টের কাজ বিভিন্ন উপাদান ও পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের দেহের সৌন্দর্য বা নানন্দনিকতাকে ফুটিয়ে তোলা। বডিথেরাপি, ম্যাসাজ, স্কিন ট্রিটমেন্ট, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বডি ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয়।

চাকরির সুযোগ ও মাইনে: চাকরি পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেনিং থাকাটা জরুরি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাকরি হয় ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা রেফারেন্স কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। দামি সংস্থাগুলো নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে যোগ্য লোক চেয়ে পাঠায়। এইসব সংস্থা অ্যাকাদেমির ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থানের সহায়তা করে। প্রার্থীরা এইসব সংস্থার বিভিন্ন কেন্দ্র ছাড়াও নামি সংস্থায় চাকরি পেয়ে যায়। চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কাজের দক্ষতায়।এই পরিষেবা শিল্পে মেয়েদের প্রাধান্য থাকলেও ছেলেদের ভাল কাজের সুযোগ আছে এইসব ক্ষেত্রে। হেয়ার ড্রেসার, হেয়ার স্টাইলিস্ট, মেক–আপ শিল্পী, ম্যাসাজ, বিউটি শপ ম্যানেজার, প্লোর ম্যানেজার, ফ্রন্ট অফিস কো–অর্ডিনেটর পদে। কলকাতরা বাজারে বিভিন্ন পদ অনুসারে শুরুতে মাইনে মাসে ৮–১০ হাজার টাকা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ আগস্ট–২৯ আগস্ট, ২০১৪

মেষ: বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন।গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। মানসিক দিক থেকে এখনও উদ্বিগ্ন থাকবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। সন্তানের উন্নতিতে আনন্দ, পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য ক্ষতি।

বৃষ: অতিরিক্ত মাথা গরম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। পারিপার্শ্বিক বন্ধুরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। কর্মস্থলে খুব বুঝে চলবেন। গোলযোগ রয়েছে।

মিথুন: শরীর তেমন ভাল যাবে না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তায় থাকবেন। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। অথবা কর্মে পদোন্নতির যোগ। মাত্রাধিক্য ব্যয়ের জন্য মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন। গৃহে আত্মীয় সমাগম।

কর্কট: শুভ গ্রহযোগের প্রভাবে আপনি অনেক বিপদ কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে সুরাহা হবে। খুব বুদ্ধি করে চললে লাভবান হবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ। নতুন কোনও ব্যবসায় হাত না দেওয়াই ভাল। সাবধানে চলবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে।

সিংহ: বুদ্ধির সুকৌশলে আপনি শত্রুদের ঘায়েল করে ফেলতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল লাভে বাধা। অর্থ যেমন আসবে, ব্যয়ও তেমন হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সময়টি শুভ নয়। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।

কন্যা: দায়িত্ববহুল অথবা যোগাযোগমূলক কাজগুলিতে এখন এগিয়ে যাবেন না। মাতৃস্থানীয়ের সাহায্য লাভ করবেন। আয় মোটামুটি ভালই হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা যেমন চলছে চলুক কিন্তু নতুন ব্যবসা না করাই ভাল।

তুলা: অকারণে বিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারেন। অপরের কথা শুনে নিজের ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্শ, আমাশায় কষ্ট পাবেন। ভাগ্যের শুভ প্রভাবে জটিলতার মধ্যেও সাফল্য পাবেন। কর্মযোগ শুভ। মনের দিক থেকে এখনও খুব শান্তি পাবেন না।

বৃশ্চিক: পায়ে চোট আঘাতের যোগ। শরীর নিয়ে বিবিধ সমস্যায় ভুগবেন। স্নেহ–প্রীতির দিকে মন না দেওয়াই ভাল। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি। সদগুরু লাভ ও তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, কিন্তু ঋণ হতে পারে।

ধনু: বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় লাভ যোগ নেই। লেনদেনের বিষয়ে সাবধান থাকবেন। লেখপড়ায় বাধা আসতে পারে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না।

মকর: ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। সন্তানের উন্নতিতে আনন্দ। ভ্রাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি অর্থ পাবেন। শিরপীড়া বা চক্ষু পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ: কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকবে না। ফলে ভুল বোঝাবুঝির জন্য ক্ষতি হতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল ফল হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। দৈব–দুর্ঘটনা ও প্রতারণার যোগ রয়েছে। ইষ্ট মন্ত্র জপের দ্বারা অনেক বিপদ কাটতে পারে।

মীন: বয়স্করা বাত–বেদনায় বিশেষ করে কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। শিক্ষায় সাফল্য, সন্তানের পক্ষে শুভ সময়। চক্ষুপীড়া ও স্নায়ুপীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। অন্যের কথা না শুনে নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন।

বেহাল ১১৭ জাতীয় সড়কে সমস্যায় পর্যটকরা

মেহেবুব গাজি

ডায়মন্ডহারবার: সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট বেহাল জাতীয় সড়ক নিয়ে ভর্ৎসনা করেছে। শুধু ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক নয়। কোনা থেকে বকখালি পর্যন্ত ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের মধ্যে কুলপি থেকে করঞ্জলি পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের অবস্থা রীতিমতো বেহাল। বকখালি, সাগর–সহ সুন্দরবনে যাওয়ার অন্যতম প্রবেশপথ এই রাস্তা। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় ধরে এই অংশ দিন দিন খারাপ হচ্ছে। রাস্তার খোয়া উঠে গিয়েছে দু'হাত অন্তর। খোয়া ওঠা জায়গায় বর্ষার জল জমে আছে। যার ফলে প্রতিদিন এই পাঁচ কিমি রাস্তা পার হতে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে যাত্রীদের। বর্ষা শেষ হলে এই রাস্তা চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে উঠবে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অন্যদিকে বর্ষার জন্য জরুরি ভিত্তিতে মেরামতির কাজও শুরু করা যাচ্ছে না বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে এই রাস্তাটি জাতীয় সড়কের মর্যাদা পায়। গঙ্গাসাগরমেলা, বকখালি যেতে এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে প্রতিবছর গঙ্গাসাগরমেলার আগে এই রাস্তা মেরামত করা হয়। সড়কের অন্য অংশ মোটামুটি ঠিক থাকলেও কুলপি থেকে করঞ্জলি পর্যন্ত এই রাস্তায় এক বছর ধরে পিচ উঠতে শুরু করে। পিচ ওঠার পর বড় খেয়া উঠতে শুরু করে। এক জায়গায় রীতিমতো বড় গর্ত হয়ে গিয়েছে। সেই গর্ত বর্তমানে জলে ভরা। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন রাজ্যের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। এখন শ্রাবণীমেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন কয়েক হাজার পূণ্যার্থী এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন। প্রত্যেক গাড়ির গতি কমিয়েও যানজট হচ্ছে প্রতিদিন। অটো, ম্যাজিক ও ইঞ্জিনভ্যান প্রতিদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। সুন্দরবন এলাকা থেকে আনা রোগীদের ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়। এবড়োখেবড়ো রাস্তার জন্য রোগীরা প্রচুর ঝাঁকুনি খায়। সঙ্কটাপন্ন রোগী নিয়ে যাতায়াত করতে চান না আত্মীয়রা। এই রাস্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ আইচ বলেন, 'জরুরি ভিত্তিতে মেরামতি করাহবে। পরবর্তী পর্যায়ে রাস্তার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বর্ষার পর সেই কাজ শুরু হবে।'

পরিবারের অমতে বিয়ে করে প্রাণনাশের আশঙ্কায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে নবদম্পতি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

নদীয়া: বাড়ির অমতে বিয়ে করার জন্যে রীতিমতো খেসারত দিতে হচ্ছে নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত এক নবদম্পতিকে। প্রায় তিনবছর প্রেমপর্বের পর, গত ১ আগস্ট কালীঘাটে মা কালীকে সাক্ষী রেখে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত হাজরাপোতা গ্রামের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের কন্যা লিপিকা মণ্ডল (২০) ও এই একই থানাধীন গোয়ালডোব গ্রামের বাসিন্দা সুবল সরকারের পুত্র প্রদীপ সরকার (২৩)। পাত্রপক্ষের তুলনায় পাত্রীপক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল অধিক সম্পদশালী ও ধনী। লিপিকার বক্তব্য অনুযায়ী, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কালীঘাট থেকে সোজা চলে আসে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানা এলাকায় হাকিমপুরের বাসিন্দা তথা সুবলবাবুর জ্ঞাতি তরুণ কুমার রায়ের বাড়িতে আশ্রয়ের জন্যে। এখানে গত ৫ আগস্ট তারা বসিরহাট মহকুমা আদালতের আইনজীবী অরিন্দম গোলদারের পরামর্শ অনুযায়ী হিন্দু ধর্মমতে রেজিস্ট্রি বিবাহ করে। খবর পেয়ে ইন্দ্রজিৎবাবুরা লোকজন নিয়ে তরুণবাবুর বাড়িতে হামলা করেন। ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে তরুণবাবুর পরিচিত ও বন্ধু বিশ্বজিৎ মণ্ডলের বাড়িতে আশ্রয় নেয় প্রদীপ ও লিপিকা। ইন্দ্রজিৎবাবুরা বিশ্বজিৎ মণ্ডলের বাড়ি এসে তাদেরকে সামাজিক বিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। লিপিকা তার বাবাকে চেনে, তাই বিশ্বাস করতে পারেনি। এরপর ইন্দ্রজিৎবাবুরা চলে যান। লিপিকা পুরো বিষয় জানিয়ে স্বরূপনগর থানায় ও হরিণঘাটা থানায় রেজিস্ট্রি চিঠির মাধ্যমে আবেদন জানায়।

রিজকাণ্ডের ছায়া

এরপর পরিস্থিতি শান্ত হতে পারে এই আশা করে তারা ফিরে আসে গোয়ালডোবে।

গত সোমবার রাতে লিপিকার বাবা ইন্দ্রজিৎবাবুর প্ররোচনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব চঞ্চল দেবনাথ, দেবাশীষ গাঙ্গুলি, গোপাল সরকারের নেতৃত্বে প্রায় ৪০–৪৫ জন লোক সুবলবাবুর বাড়ি ঘেরাও করে ও হামলা চালায় বলে লিপিকার অভিযোগ। তার আরও অভিযোগ, তরা স্বামী প্রদীপ–সহ তার বাড়ির লোকেদের মারধর করে তারা। এমনকী তাকেও গলায় ফাঁস দিয়ে মারার চেষ্টাও করে দুষ্কৃতীরা। বাড়ি ঘেরাও করে রাখার ফলে তারা হাসপাতাল কিম্বা থানা কোথাও যেতে পারে না বলে নবদম্পতি জানায়। ফোন করে তরুণ রায়কে বিষয়টি জানালে, তিনি স্বরূপনগরের বাসিন্দা ও বসিরহাট থানার ল'ক্লার্ক তথা ঘনিষ্ট বন্ধু রাজু দেবনাথকে সহযোগিতার জন্য জানান। রাজু দেবনাথের উদ্যোগে পরদিন হরিণঘাটা থানা থেকে পুলিশের জিপ একবার প্রদীপদের বাড়ি টহল দিয়ে আসে।

প্রতিবেদক হরিণঘাটা থানায় যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হয়, অভিযোগ লিপিবদ্ধ না হলে পুলিশ পদক্ষেপ করতে পারে না। তবে রাজু দেবনাথের সক্রিয় উদ্যোগে দুষ্কৃতীদের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত হয় লিপিকা ও প্রদীপ, বলে জানা গিয়েছে। সেই থেকে লিপিকা ও প্রদীপ তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে দম্পতির অভিযোগ। লিপিকার বক্তব্য, 'আমি সাবালিকা। আমি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে প্রদীপকে বিয়ে করেছি এবং তাও আইনসম্মতভাবে। তাই আমাদের বৈবাহিক বন্ধনকে নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব আইনেরও আছে।'

প্রদীপ ও লিপিকা

হিন্দমোটর অবিলম্বে খোলার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ

মলয় সুর

হিন্দমোটর: অবিলম্বে হিন্দমোটর কারখানা চালু করা–সহ বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে শনিবার হিন্দমোটর স্টেশনের পাশে সারাদিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন শ্রমিক কর্মচারীরা। গত ২৪ মে হিন্দমোটর কারখানায় কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। প্রায় তিনমাস অতিক্রম করলেও কারখানা খেলার কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। দেশের বৃহত্তম গাড়ি উৎপাদন সংস্থা হিসেবে হিন্দমোটর কারখানার সুনাম দীর্ঘদিনের। বর্তমানে কারখানায় কর্মরত ২৪০০ জন শ্রমিক কর্মচারীর জীবনে নেমে এসেছে অমাবস্যার অন্ধকার। ৬ মাসের বেতন বকেয়া। কারখানার আশেপাশের শ্রমিক মহল্লাগুলি আর্থিক অনটনে ধুঁকছে। অনাহারে তাদের দিন কাটছে। রুটি–রুজি হারিয়ে শ্রমিকরা চরম অনিশ্চয়তার মুখে। সামনে পুজো। অথচ এদের মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। সবসময় চাপা আতঙ্ক কাজ করছে। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল এই বিক্ষোভসভায়। কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে বিড়লা কোম্পানি ও রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন বক্তারা।কীভাবে বিড়লা কোম্পানি এখানকার কারখানার লভ্যাংশ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে লাভবান হয়েছেন বক্তব্যে উঠে এসেছে তাও । কিন্তু মূল কারখানাকে আধুনিকীকরণ না করে রুগ্ন করে তুলেছে। সাহাগঞ্জে ডানলপ কারখানার মতো অচলাবস্থা ও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন হিন্দমোটর কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা। কারখানা খোলার দাবি জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি ও পোস্টারিং করা হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হলেও কারখানা চালুর কোনও রফাসূত্র মেলেনি। ইতিমধ্যেই কারখানা অবিলম্বে খোলার দাবি জানিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান হয়। আইএনটিটিইউসি নেতা উত্তম দাস জানালেন, একসময় হিন্দমোটরে ২২ হাজার শ্রমিক কর্মচারী ছিল। এখানে ৬টি ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। ৭০০ একর জমির উপর কারখানা। যার বেশ কিছুটা বিক্রি হয়েছে। ২০১০ সালে এখান থেকেই মালবাহী ইউনার নামে গাড়ি বের হয়। প্রসঙ্গত, ট্যাক্সি প্রস্তুতকারক হিন্দমোটরের অ্যাম্বাসাডর গাড়ির কোনও বিকল্প নেই। এমনটাই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। তবে পালটে যাওয়া আবহে কোম্পানি টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে শারদীয়ার আগেই ভাসানের সুর শোনা যাচ্ছে এখানকার অলিন্দে।

শ্রাবণীমেলার মোবাইল চোর গ্রেফতার

ছবি: শুভজিত দাস

ডায়মন্ড হারবার: সোমবার বিকেলে ডায়মন্ডহারবার স্টেশন মোড় থেকে দুই মোবাইল চোরকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত আলম শেখ, অজেদ শেখ ফলতার নারায়ণপুরের বাসিন্দা। ধৃতদের থেক ৫১টি মোবাইল ও নগদ সাড়ে ছয় হাজার টাকা–সহ একটি মোটরসাইকেল, কয়েকটি মানি পার্স বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতেরা জেরায় জানিয়েছে, বিভিন্ন মেলায় ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে মোবাইল চুরি করত তারা। এবার তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা থেকে ৫০টির বেশি মোবাইল চুরি করে তারা। ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। একটি বড় চক্র আছে। পুলিশ হেফাজত নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

ডায়মন্ডহারবারে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: সম্প্রতি ডায়মন্ডহারবার থানার ফকির চাঁদ কলেজের নাইট গার্ডের রুমে ছয় জনের দুষ্কৃতী দল ঢুকে নগদ ৯ হাজার টাকা–সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা লুট করে চম্পট দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলেজের নৈশ প্রহরী গোপাল বাহাদুরের পরিবারকে বেঁধে রেখে এদিন গভীর রাতে এই দুষ্কর্ম চালায় কুচক্রী দলটি।

১৭৫তম বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস

ফারহিন খাতুন

'ফটোগ্রাফি' কথাটি হল একটি গ্রিক শব্দ। যার অর্থ চিত্র দিয়ে লেখা। প্রাচীন যুগে ফটোগ্রাফি মানুষের কাছে এক অন্যরূপে প্রভাব ফেলে। ১৮তম সালে সর্বপ্রথম ফ্রান্সে ফটোগ্রাফির একটি এক্সিবিশন হয়েছিল এবং সেই এক্সিবিশন থেকেই ১৯ আগস্ট বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস পালিত হয়। বলা যেতে পারে সেখান থেকেই ফটোগ্রাফির সূত্রপাত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে মানুষ এক অন্য আধুনিকতার মধ্যে বাস করছে তাই ফটোগ্রাফির মান তাদের কাছে এক অন ন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। ফটোগ্রাফি বা ফটো সম্বন্ধে জানা থাকলেও অনেকেই হয়ত জানেন না ১৯ আগস্ট বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস। তাই সেই দিবস সম্বন্ধে সচেতনতা বিস্তৃত করার জন্য ফটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা সভা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ ও বিবেকানন্দ কলেজের যৌথ প্রয়াসে দু'দিন ব্যাপী 'বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস' উপলক্ষ্যে আলোচনা চক্রের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯ আগস্ট বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ এই আলোচনা চক্রের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পুষ্পিত রঞ্জন ভট্টাচার্য, সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান ডঃ অর্ণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ তপন কুমার পোদ্দার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্সপেক্টর অব কলেজেস (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) দেবাশিস বিশ্বাস, ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রাক্তণ মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, সমীর গোস্বামী । এদের বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর শুরু হয় টেকনিকাল সেশন। চিত্রগ্রাহক গৌতম মিত্র বিভিন্ন ছবি এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত করলেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন ডঃ অর্ণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , ও সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান দীপাঞ্জনা বসু মজুমদার।

২০ আগস্ট এই অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ কলেজে। এইদিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক চিত্রগ্রাহক অমল কৃষ্ণ দাস, রয়টার্সের সাংবাদিক সুজয় ধর, মধু কাপুর প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ডঃ অর্ণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ফটোগ্রাফি নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য অনুষ্ঠান যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।'

কুইজ–এর আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুল স্তরে কুইজে প্রথম হয়েছে কামরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, দ্বিতীয় ওয়েস্ট বড়িশা কমলা মন্দির, তৃতীয় পশ্চিম পুটিয়ারি সুখরঞ্জন বিদ্যামন্দির। কলেজ স্তরে প্রথম হয়েছে বিবেকানন্দ কলেজ, দ্বিতীয় আশুতোষ কলেজ, তৃতীয় দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজ, চতুর্থ বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ।

শহিদ স্মৃতির শতবর্ষ নিয়ে হেলদোল নেই সরকারের

কুনাল মালিক

আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হুগলি নদীর তীরে বজবজ পুরনো রেল স্টেশনের কাছে ১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ৫০ জন শিখকে হত্যা করেছিল ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী। কানাডা থেকে বিতাড়িত শিখযাত্রীরা কোমাগাটামারু জাহাজ করে হুগলি নদীতে নোঙ্গর করেছিল। সেদিনের সেই পৈশাচিক ঘটনা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলেছিল। পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার নিহত শিখযাত্রীদের শহিদের মর্যাদা দিয়েছিল। ১৯৫২ সালে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কোমাগাটামারু শহিদ স্মৃতি ফলক উদ্বোধন করেন। গত বছর রেল দফতর বজবজ স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে রাখে কোমাগাটামারু বজবজ। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর কোমাগাটামারু স্মৃতির শতবর্ষ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শতবর্ষ উদযাপনের কোনও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। রাজ্যে পরিবর্তনের পর রাজ্য সরকারের তদানীন্তন পর্যটন মন্ত্রী রচপাল সিং কোমাগাটামারু শহিদ স্মৃতি বিজড়িত স্থানটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ৭ কোটি টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সূত্রের খবর এক টাকাও এখনও আসেনি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোনও উদ্যোগ না নিলেও কানাডা সরকার ইতিমধ্যে কোমাগাটামারু মরণে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। কোমাগাটামারু ঘটনাটা কি? ১৯১৪ সালে একদল শিখ যাত্রী কানাডা থেকে বিতাড়িত হয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর হুগলি নদীতে এসে পৌঁছায়, ২৯ সেপ্টেম্বর আসে বজবজ। ব্রিটিশ সরকার আদেশ দেন এখান থেকে ট্রেনে করে পাঞ্জাব ফিরে যেতে হবে ৩৭২ জন যাত্রীকে। কয়েকজন যেতে রাজি হলেও অধিকাংশ শিখ ওই আদেশের প্রতিবাদ করে কলকাতায় থেকে যেতে চান। এরপর ব্রিটিশ পুলিশবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৫০ জন শিখযাত্রীকে হত্যা করে। দলের নেতা বাবা গুরুজিৎ সিং–সহ ২৮ জন আত্মগোপন করেন।

আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক তথা একদা কোমাগাটামারু ম্যাটারস মেমোরিয়াল বজবজের সম্পাদক গণেশ ঘোষ বলেন, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে কোমাগাটামারুর ঘটনা বজবজকে আলাদা স্থান করে দিয়েছে। এবছর শতবর্ষ – তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে শতবর্ষ উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব বলেন, আমি বজবজ পুরসভা এবং পর্যটন মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। বজবজ পুরসভার ভাইস–চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার কোনও উদ্যোগ এখনও নেয়নি। তবে কোমাগাটামারু স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও শহিদগঞ্জ গুরদোয়ার কমিটি ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠান করবে। শুনেছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই অনুষ্ঠানে আসতে পারেন। জেলার তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক কাজল ভট্টাচার্য বলেন, শতবর্ষ উদযাপনের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনও উদ্যোগের ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।

ভারতীয় মুদ্রা ও টাকায় নেতাজির প্রতিকৃতি চাই : অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ১৪ আগস্ট বজবজ টাউন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মধ্যরাতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও কৃতী ছাত্র–ছাত্রী এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংগঠকদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি, বিধায়ক অশোক দেব, বজবজের পুরসভার চেয়ারপার্সন ফুলু দে, পুঁজালি পুরসভার চেয়ারম্যান ফজলুল হক প্রমুখ। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বলেন, ভারতের স্বাধীনতা ৬৮ বছর হলেও বাংলায় ২০১১ সালের ২০ মে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজিকে ভারতরত্ন দেবে বলেছে, কিন্তু আমরা চাই নেতাজির প্রতিকৃতি গান্ধিজীর মতো ভারতীয় মুদ্রা ও টাকায় দেখতে এবং ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করুক কেন্দ্র।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বজবজ পুরসভার ভাইস–চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন টাউন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও কাউন্সিলার দীপক ঘোষ এবং পুরমাতা পম্পা ঘোষ। দীর্ঘদিনের ডানপন্থী রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে সংবর্ধিত হন স্বপন রায়, জসীম উদ্দিন মল্লিক, ফজলুল হক, হিমাংশু সিংহ, বিপুল আদক, অসিত দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নমুনা প্রশ্নপত্র তৈরিতে গোলযোগ

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা: চলতি শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণীর নয়া সিলেবাসের পঠনপাঠন গত পয়লা মে থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে। সাড়ে তিন মাসের বেশি ক্লাস হয়ে গিয়ে বহু বিদ্যালয়ে। 'প্রি–টেস্টে'র পরীক্ষা দিন সাতেকের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। অথচও এখনও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ দ্বাদশ শ্রেণীর 'স্যাম্পেল কোশ্চেন সেট ইনক্লুডিং কোশ্চেন প্যাটার্ন' তৈরি করতে পারেনি। অথচ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের জোরালো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে সংসদ প্রকাশিত বিষয়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্ন পদ্ধতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নিজেদের ইচ্ছামতো চলা যাবে না। ফলস্বরূপ, শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক–শিক্ষিকা, শিক্ষক–শিক্ষিকা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তবে সংসদের কর্তারাও এ অবস্থার কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন। সংসদ সচিব সুব্রত ঘোষ আশ্বাস দিয়েছেন, নমুনা প্রশ্নপত্র ও গণিত বিষয়ের ২০ নম্বরের 'প্রজেক্টের বিষয়বস্তু' শীঘ্রই সংসদের যে সমস্ত 'রিজিওনাল অফিস' আছে সেখান থেকে পাওয়া যাবে। যদিও এই শীঘ্রই বলতে ঠিক কবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ গত ২১ জুন 'সেন্ট লরেন্স' স্কুলে অঙ্কের 'প্রজেক্ট পেপার' নিয়ে একটি কর্মশালায় সুব্রতবাবু বলেছিলেন, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রজেক্ট পেপারে কী কী বিষয় থাকতে পারে, তার তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হবে। কিন্তু দু'সপ্তাহের জায়গায় চার সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে। তাও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রজেক্ট পেপার প্রকাশ পায়নি। সেই কর্মশালাতে জানা গিয়েছিল গত জুলাইয়ের মধ্যে সংসদ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে 'স্যাম্পেল কোশ্চেন সেট' প্রকাশ করবে। কিন্তু এখানেও সংসদ ডাহা ফেল। ১০ জুলাইয়ের জায়গায় ১০ আগস্ট হয়ে গিয়েছে তাও প্রকাশ পেল না।

প্রসঙ্গত, একাদশ শ্রেণীর নয়া সিলেবাসের ৪৫ টি বিষয়ের প্রশ্নপত্রের নমুনা পুস্তিকা আকারে গত ১০ জানুয়ারি একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার মাত্র ৬১ দিন আগে প্রকাশিত হয়। এদিকে শিক্ষক–শিক্ষিকা ও বিদ্যালয়গুলির এমন সমূহ বিপৎকাল অবস্থায় গত ১৫ জুলাই সংসদের উপসচিব (পরীক্ষা)অষ্টপদ মণ্ডল এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নয়া বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংসদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিষয়ভিত্তিক স্যাম্পেল কোশ্চেন সেট পুস্তিকা থেকে প্রশ্নের নিয়মানুবর্তীকে মেনে চলতে হবে। সংসদ কী ধরণের প্রশ্ন করবে, তা ওইসব পুস্তিকা থেকেই ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের নিকট একটা সাধারণ ধারণা তৈরি হবে। ইতিমধ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর কয়েকটি বাদে প্রায় সমস্ত রকমের বই বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু স্যাম্পেল কোশ্চেন সেট প্রকাশ না পাওয়ায় ওই সব বইতে নয়া প্রশ্নের ধাঁচ না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। একাদশ শ্রেণীর বইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা খুব একটা নেই।

সংসদ সূত্রে খবর, দ্বাদশ শ্রেণীর 'বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি' (বর্তমান পরিমার্জিত সংস্করণের নাম: 'বাংলা ভাষা ও শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস) বইটি নিয়ে উদ্ভূত বিতর্কের জেরেই সংসদের স্যাম্পেল কোয়েশ্চেন সেট পুস্তিকা তৈরিতে বিলম্বের আঁচ এসে পড়েছে। এদিকে এ শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দিয়ে নিজেদের মতো করে প্রশ্ন তৈরি করে প্রিটেস্ট পরীক্ষা নিতে চলেছেন।

মরণ ফাঁদের প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বেহালার খানাখন্দে ভরা ডায়মন্ড হারবার রোডের হাল ফেরাতে প্যাচ–ওয়ার্ক বিশবাঁও জলে। একদিকে অর্থের অভাবে রাজ্য সরকার ভাঙাপথ সারানোর কাজে হাত দিতে পারছে না। অন্যদিকে রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড রাজ্যের পুর ও পূর্তমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার রোড মেরামতের কাজে রেল এখনই কোনও অর্থ ব্যয় করবে না। মেট্রো রেল তৈরির কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হলে পরেই রেলওয়ে বিকাশ নিগম নিয়মিত ওই রাস্তা দু'টি দেখভালের দায়–দায়িত্ব নেবে। বেহালার রাস্তা সড়ক থেকে নরকে পরিণত হয়েছে কারণ প্রথমত, মেট্রো রেলের খোঁড়াখুঁড়ি ও দ্বিতীয়ত, বর্ষার বৃষ্টি। ডায়মন্ড হারবার রোডের বেহালা, ঠাকুরপুকুর, জোকা বর্তমানে যান চলাচলের অযোগ্য। ওই রোডের সর্বত্র পিচের আস্তরণ উঠে গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোড দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতর। পুরসভার সড়ক দফতর নয়।

রুক্মিনী বিদ্যামন্দিরের হীরক জয়ন্তী

সুমনা সাহা দাস, বেহালা: ধীর পদক্ষেপে চলতে চলতে শিক্ষা ক্ষেত্রের একমাত্র অঙ্গীকার থাকে সমাজ ও জাতির আগামীর প্রতিনিধিদের তৈরি করা। যে কোনও বিদ্যালয়ে সূচিত হয় তার ভিত নির্মাণ, শিশুদের প্রকৃত মানুষ তৈরি করার মহাযজ্ঞ। বেহালা অঞ্চলের খ্যাতনামা স্কুল জগৎপুর রুক্মিনী বিদ্যামন্দির ফর গার্লসও এই মহাকার্যের পথে পার করে ফেলল দীর্ঘ বছর। হীরক জয়ন্তীর শুভলগ্ন পালিত হল মহাসমারোহে যা চলবে আগামী ২ জানুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। হীরক জয়ন্তীর সূচনা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বরো ১৪–র চেয়ারম্যান মানিক চ্যাটার্জি, কলকাতা জেলার প্রাথমিক বিভাগের জেলা প্রকল্প আধিকারিক শুভ্রা ভট্টাচার্য, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক অসিত সেন, প্রধান শিক্ষিকা শর্মিলা গুপ্ত ভায়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রথিত যশা অতিথি বর্গের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয় এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন করে ছাত্রীদের মধ্যে সবুজের গুরুত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৫ আগস্ট পতাকা উত্তোলন করে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে 'হীরক জয়ন্তী' বর্ষের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান পালন করল।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ২৩ আগস্ট–২৯ আগস্ট , ২০১৪

আগ্রাসনের জবাব

সারা পৃথিবী জুড়ে আগ্রাসনের আবহ। ভারত তার অন্যতম শিকার। সেই রাজা–রাজরাদের যুগ থেকে কৃষ্টি ও সম্পদে সমৃদ্ধশালী ভারত লোভী লুটেরাদের চক্ষুশূল। আজও তা সমানে চলেছে। ভৌগোলিক দুর্ভাগ্য ভারতের। চারিদিকে চিন, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী বেষ্টিত হয়ে মার খেতে হচ্ছে চিরকাল। চিন ছাড়া অন্যরা ধর্ম–জাত পাত নিয়ে ভারতের উপর মারমুখী। কিন্তু চিন আরও ভয়ঙ্কর। মুখে সাম্যবাদের কথা বললেও নিঃশব্দে দখল করতে চায় ভারতের ভূমি ও একইসঙ্গে আর্থিক বাজার। এর প্রমাণ আগেও মিলেছে এখনও মিলছে।

দুর্নীতি, অপশাসন, স্বজনপোষণে জর্জরিত ভারত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন দিশা দেখতে শুরু করতেই অস্থির হয়ে উঠেছে চিন–পাকিস্তান। ফের কাশ্মীর বিতর্ক খুঁচিয়ে সুস্থিতি–উন্নয়নকে বাধা দিতে তাই ইদানীং তৎপরতা শুরু হয়েছে। মোদির ভারত এখন দুই আগ্রাসী প্রতিবেশীর কাছে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। পাকিস্তানের ভয় মোদির বলিষ্ঠতা ও বিদেশের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের পদক্ষেপ। চিনের ভয় ভারতের বাজার হারাবার। ইতিমধ্যে মোদি ভারতকে সাবলম্বী করার চেষ্টা শুরু করতেই প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে চিন। মোদির স্বপ্ন সাকার করে ভারত নিজের বাজার নিজের উৎপাদনে ভরিয়ে দিলে শুকিয়ে মরতে হবে চিনকে। তাই সীমান্ত বিবাদকে নাড়াচাড়া দিলে উন্নয়ন অনেকটা পিছিয়ে যাবে। বাজার থাকবে তাদের হাতে।

১৯৬২ সালের চিনের আগ্রাসনের অভিজ্ঞতা এখন যাদের মনে আছে তারা জানেন সামনে সাম্যবাদের ধ্বজা উড়িয়ে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে চিনের লোভ। এদেশের বামপন্থীরাও তখন চিন প্রেমে দেশপ্রেম জলাঞ্জলি দিতেও দ্বিধা করেনি। আজ অবশ্য কালের চাবুকে ভারতে বামপন্থীদের আর সে রমরমা নেই। নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতেই তারা এখন ব্যস্ত। ক্ষমতারও বদল হয়েছে। চরম আপোসকামী কংগ্রেস এখন ক্ষমতার বাইরে। চরম জাতীয়তাবাদী শক্তি বর্তমান ভারতের চালিকা শক্তি। ভারতবাসী তাই যোগ্য জবাবের আশায় দিন গুনছে। এ জবাব অস্ত্র–সস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ নয়। অযথা শক্তিক্ষয় করে দেশে অস্থিরতা তৈরি নয়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার যুদ্ধ। রাজনৈতিক কোলাহল ভুলে যত তাড়াতাড়ি ভারতবাসী স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে ততই কমবে আগ্রাসন। ততই কমবে পরনির্ভরতা। এটাই হোক ভারতবাসীর শপথ?

অমৃতকথা

৩১০। একটা জায়গায় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। তার ভেতর কি আছে কি নেই, পাঁচিলের বাইরের লোক কিছুই জানত না। একদিন চারজন লোক পরামর্শ করে স্থির করল যে একখানা মই দিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে দেখতে হবে এর ভেতর কি আছে? প্রথম জন মই দিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠলেন, অমনি তিনি হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে হাসতে পাঁচিলের ভেতর লাফিয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় জন ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে যেমনি পাঁচিলের ওপর উঠলেন, অমনি তিনিও হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে হাসতে লাফ দিয়ে পাঁচিলের ভেতর পড়ে গেলেন। তারপর তৃতীয় জন কিছুই না বুঝতে পেরে যেমনি পাঁচিলের ওপর উঠলেন, অমনি তিনিও হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে হাসতে লাফ দিয়ে পাঁচিলের ভেতর পড়ে গেলেন। চতুর্থ জন মই দিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে বাগানের অপূর্ব শোভা ও সকলের উপভোগের জন্য দিব্য বস্তু সকল দেখলেন এবং ওই সকল বস্তু উপভোগের জন্য খুব ইচ্ছা হলেও আরও পাঁচজনের সঙ্গে একত্রে ভোগ করবেন বলে নেমে এসে যাকে দেখতে পেলেন তাকে সেই জায়গার কথা বলতে লাগলেন। ব্রহ্মবস্তুও সেই রকম, যিনি দেখতে পান, তিনি আনন্দে হাসতে হাসতে তাতে গিয়ে পড়েন। কিন্তু যাঁরা ফিরে এসে লোককে খবর দেন এবং আর পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মসাগরে ডুব দেন, তাঁরাই বিশেষ শক্তিমান মহাপুরুষ।

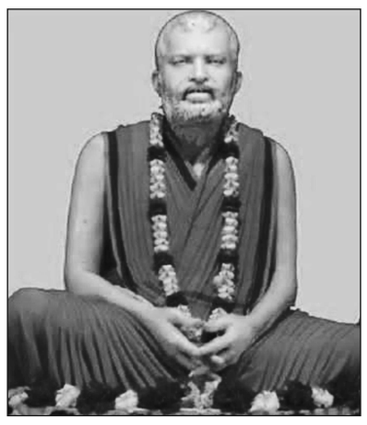

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

ফেসবুক বার্তা

পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া

জন্মঃ ২ আগস্ট, ১৮৭৬

ভারতের জাতীয় পতাকার নকশাকার

Eso golpo kori (EGK)

তথ্যটি অজানা থাকলে শেয়ার করতে ভুলবেন না

স্বাধীনতা দিবসের প্রাপ্তি, জাতীয় পতাকার নকশাকারের তথ্য জানা। এভাবেই প্রত্যহ ফেসবুকের মাধ্যমে বহু অজানা কথা সামনে চলে আসছে।

রাঁচির নেপাল হাউস : নেপালিদের স্বপ্নরাজ্য

সঞ্জয় ঘোষ

রাঁচিতে নেপালিরা আজ থেকে নেই। বহু–বহু পুরনো দিনের বাসিন্দা তারা। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই তাদের এই শৈলশহরে প্রথম প্রবেশ ইংরেজ শাসকদের হাত ধরে। মোটামুটি ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যেই নেপালিরা পাকাপাকিভাবে (স্থায়ীভাবে) রাঁচিতে বসবাস করতে শুরু করে। ওই সময়েই প্রথম ব্রিটিশ সরকার তাদের নিয়ে 'গোর্খা বাহিনী' গঠন করে। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী। শক্তপোক্ত এই জাতিকে নিজের কঠোর নিয়মানুবর্তীতার বন্ধনে বেঁধে শাসনকার্যে নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহার করাই উদ্দেশ্য ছিল তাদের। বলাবাহুল্য, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরবর্তী যুগে একশো শতাংশ সফল হয়েছিল। লড়াই যাদের রক্তে, সেই নেপালিরা জান–প্রাণ বাজি রেখে ইংরেজ বাহাদুরের পক্ষে লড়াই করে নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করেছে–এর সাক্ষ্য সেই সময়ের ইতিহাস।

কিন্তু সে কথা এখানে থাক। মূল প্রসঙ্গে আসি। নেপালি সমাজ কী করে ধীরে ধীরে এই শহরে, বিশেষ করে শহরের ঠিক উপকণ্ঠে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিজেদের প্রায় স্বাধীন একটি জনপদ গড়ে তুলল, সেই কাহিনিই আজ বলব।

ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত গোর্খা সেনানীদের স্মৃতিতে তৈরি ও নামাঙ্কিত শহিদ–গোর্খা–চকে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল মনকুমার তামাংয়ের সঙ্গে। প্রাক্তন সেনাকর্মী শ্রী তামাং স্থানীয় গোর্খা অ্যাসোসিয়েশনের সচিব। বললেন, এই শহিদ গোর্খা–চক হল নেপালি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এখানেই আছে একটি বুদ্ধ মন্দির। অবশ্যই দেখে যাবেন। আর একটু এগিয়ে পূব দিকের রাস্তা ধরে গেলেই দেখতে পাবেন 'রাজা–রাণী কুঠি।' অতীতে নেপালের রাজা–রাণী এখানে এই বাড়িতে ক্রমে দীর্ঘ সময় ধরে থাকতেন। বিশাল ভবন, প্রাসাদ বিশেষ। চারদিকে বাগান। বর্তমানে রাজা–রাণী কুঠি ঝাড়খণ্ড পুলিশের মহানির্দেশকের অফিস। এগিয়ে গেলাম। সব খুঁটিয়ে দেখলাম। সমানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখালেন ঝাড়খণ্ড আর্মড পুলিশের এক সেনা। মান প্রেম থাপা।

দেখলাম, বড় চমকের পরিবেশ। যেদিকে চোখ যায় শুধু সবুজে সবুজ। গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা। পিক্‌পিক্ করে পাখি ডাকছে। রাজা–রাণী থেকে একটু দূরেই আর একটি বিলাস ভবনে ঝাড়খণ্ড সরকারের অফিস। আর সোজা উত্তর দিকে রাস্তা চলে গিয়েছে অরবিন্দ নগরে। স্থানীয় কিছু মানুষ যারা শ্রী অরবিন্দের বিশেষ অনুরাগী, তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন নিজেদের এলাকাটির।

আবার কথা বলতে লাগলেন তামাং সাহেব। বলে গেলেন গড় গড় করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তৈরি হয় গোর্খা রেজিমেন্ট। গোর্খা বাহিনী থেকে গোর্খা রেজিমেন্ট। পুরোদস্তুর আর্মিতে পরিণত একটি সেনাদল। তারই একটি অংশবিশেষ নামে পরিচিতি লাভ করে। সংক্ষেপে, বি এম পি। যা বর্তমানে ঝাড়খণ্ড আর্মড পুলিশ।

তা যে যাইহোক, এই সব সামরিক বাহিনীর মধ্যে সেই রুচির এই এলাকার নেপালিদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এখন তো দেখতে পাচ্ছেন কী অবস্থা! নেপালি ভাষাভাষী মানুষ নেপাল হাউস ছড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত গোটা দক্ষিণ রাঁচিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

দেখলাম ঠিক তাই। নেপাল হাউসে তো আছেই, এখন তার পাশে অনেক দূর পর্যন্ত নেপালিরা ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণ রাঁচির ডোরান্ডা অঞ্চলে এখন তাদের রীতিমতো প্রভাব–প্রতিপত্তি। যে কোনও কাজে কর্মে এখন তাদেরই হাঁকডাক। ছেলেরা কাজ করছে, মেয়েরা পোশাক পরিচ্ছদ, বিশেষত উলের নানারকম পরিধান তৈরি করছে। গরম–পোশাক বুনতে নেপালিরা যাকে বলে একেবারে মাস্টার পিস। কোনও তুলনা নেই। মেয়েরা শিক্ষকতাও করছে ছোট ছোট আর্মারি স্কুলে। দেখতে ফর্সা, সুন্দর নরম–সরম গোর্খারমনীদের চেহারায় বেশ একটা মাতৃত্বভাব আছে। অন্তত, দেখলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে এল। বসন্তের মায়াবী বিকেলে আলাপ হল আর এক নেপালি ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনিও এক্স আর্মি ম্যান। তার নাম ভক্ত কিশোর। মিঃ তামাংয়ের মতো তাঁরও আসল বাড়ি দার্জিলিংয়ে। বললাম, কিছু বলুন। আপনাদের নেপালভূমি সম্বন্ধে। বলছি, বলে প্রথমেই তিনি বড় অদ্ভুত একটা কথা বলে ফেললেন। বললেন, রাঁচির এই নেপাল হাউস আমাদের 'স্বপ্ন–রাজ্য'। এখানে যুগ যুগ ধরে আমরা বড় শান্তিতে বসবাস করছি। কোনও জোরজুলুম নয়। শুধু সৌহার্দ্য আর প্রীতি রয়েছে আমাদের মনে। লক্ষ্য করে দেখুন, এখানে প্রতি বাড়িতে কত বাগান আর ফুলের সমাহার। এই ফুলের সৌন্দর্য আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে আছে। আর আছে সাম্প্রদায়িক সম্ভাবনা। ওই দেখুন ওই দেখা যাচ্ছে রিমালদার বাবার মাজার। মুসলিমদের তীর্থস্থান। ওখানে আমরা যাই। প্রার্থনা করি। মাজারে চাদর চড়াই। সব মিলিয়ে এখানে আমরা বড় আনন্দে আছি। মিলেমিশে আছি। জীবনের স্বাদ উপভোগ করছি। সম্ভব হলে দীপাবলীর সময় আর একবার আসবেন।

অতঃপর কথা শেষ। সাক্ষাৎকার নিয়ে যান হোটেলে ফিরে আসছি। তখন সন্ধে হয় হয়। চারদিক আলোয় আলোময়। চাউমিন, মোমো আর থুকপা নিয়ে ছোট ছোট পসরা সাজিয়ে বসেছে নেপালি ছেলে মেয়েরা। দেখে মনে হল। এরা সত্যিই কাজকর্ম নিয়ে বেশ আছে। আনন্দে আছে। যথার্থই স্বপ্নরাজ্যে ওদের বাস।

হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ৭৪–৭৫ সালে এই নেপাল হাউসেরই একটা প্রাইমারি স্কুলে যখন পড়তাম, একটা ছোট নেপালি ছেলে আমার খুব বন্ধু ছিল। সে আজ কোথায় আছে কে জানে!

কবরডাঙায় কফিন তৈরির দোকান

যাওয়া আসার পথে–পথে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

কিশোরটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ঠাকুরপুকুরে গুরুসদয় সংগ্রহশালার একটি অনুষ্ঠানে। সে তার মায়ের সঙ্গে এসেছে। সেদিন ওখানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার পর আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। সেই অনুষ্ঠানে কিশোরটির এক মাসিও যোগ দিয়েছিলেন। কিশোরটির নাম রাজর্ষি। মেয়েটি ঐশী। ওরা সম্পর্কে মাসি–বোনপো হলেও পড়ে একসঙ্গে – ক্লাস টেন–এ। কিশোরটির সঙ্গে আমার নানা বিষয়ে কথা হয়। তাকে আমার বেশ ভালো লাগে। অনুষ্ঠান শেষে সে বলেছিল–

– আঙ্কেল, আমাদের সঙ্গে যাবে? আমাদের গাড়ি আছে। তুমি টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে নেমে যাবে।

– তুমি আমাকে আঙ্কেল বলছ কেন? কাকু বা মামা বলতে পারতো। আঙ্কেলতো আমাদের কালচারে ছিল না। কাকু বা মামা শুনতে বেশি ভালো লাগে।

আমার সেকেলে ধারণা থেকে রাজর্ষিকে প্রস্তাবটা দিই। আমার কথা শুনে ওর মা হেসেছিলেন। বলেছিলেন, ও সবাইকে আঙ্কেল বা আন্টি বলে। আমার কোনও কলিগকে ও মাসি বলে না। সবাইকে ও আন্টি বলে। রাজর্ষির মা একটি মেয়েদের স্কুলের দিদিমণি। নিজের জোরটা বোঝার জন্য রাজর্ষিকে জানতে চাই, এখন কী বলে ডাকবে আমাকে?

– মামা।

খুব খুশি হয়ে উত্তর দেয় সে। আমিও খুশি হই। ছোট গাড়ি। ড্রাইভার ছাড়া চারজন বসতে হলে কষ্ট করতে হয়। সেই কষ্টের কথা ভেবেও ওরা প্রত্যেকেই আমাকে অনুরোধ করেন, ওদের গাড়িতে যাওয়ার জন্য। অগত্যা আমি উঠে পড়ি ওদের সঙ্গে। ঠাকুরপুকুর থেকে ঝাঁ চকচকে গাড়িটা ছুটছে মহাত্মা গান্ধি রোড ধরে। খানিকটা গিয়েই জেমস লঙ সরণির ক্রসিং। জেমস লঙ সরণিটা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। ডায়মন্ড পার্ক থেকে শুরু হয়ে তারাতলায় গিয়ে উঠেছে। এটাকে অনেকে বাইপাস রোড বলেন। ঠাকুরপুকুরে রেভারেন্ড জেমস লঙ 'এপিফানি চার্চ'এ ২১ বছর পুরোহিত ছিলেন। তাঁর নামেই এই রাস্তার নামকরণ। দীনবন্ধু মিত্র–র 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক হিসেবে তিনি জেলে গিয়েছিলেন। রাজর্ষি এবং ঐশীকে এইসব গল্প শোনাই। এরপর রাজর্ষিকে জিজ্ঞেস করি–

– তোমার কোন বিষয় পড়তে ভালো লাগে?

– ফিজিক্স।

– অন্যান্য বিষয় তোমার কেমন লাগে?

– সব বিষয় ভালো লাগে, তবে ইতিহাসটা তেমন ভালো লাগে না।

– কেন?

– এত সাল, তারিখ জেনে কী করব? মৌর্য যুগ, কুষাণ যুগ এসব পড়ে আমার কী কাজে লাগবে?

রাজর্ষি বলে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে সায় দিচ্ছে ঐশী। ওর কথা শেষ হলে বলি,

– ইতিহাসের সাল, তারিখটা পড়ানো হয় সময়টাকে বোঝানোর জন্য। আজ থেকে কত বছর আগে ঘটনাগুলো ঘটেছিল, সেটা জানানোর জন্য। কোন সময়ের ঘটনা সেটা জানা দরকার। যেমন, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হল, আর ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হল, আমরা স্বাধীনতা পেলাম ১৯৪৭ সালে। এতে বোঝা যায়, ১৭৫৭ সালের পর বৃটিশরা এখানে জাঁকিয়ে বসল সেই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। আবার বৃটিশরা একশ বছর থাকার পর ১৮৫৭ সালে একটা বিদ্রোহ হল। এতটা সময় লাগল একটা বিদ্রোহ তৈরিতে। তবে, এই সাল তারিখের তুলনায় ঘটনাগুলো অনেক জরুরি। সাল–তারিখের ঠেলায় ঘটনার প্রতি আকর্ষণ হারানো ঠিক নয়।

ঐশী বলে, ইতিহাস আমরা পড়ব কেন? তাকে প্রশ্ন করি, তুমি তির– ধনুক দেখেছ? সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। তাকে বলি, কোথাও তির– ধনুক ছোঁড়া দেখেছ? সে দেখেছে বলায় বলি, বলতে পার, তির কখন অনেক বেশি দূর যায়? সে বলে, যখন ধনুকের ছিলাটা অনেকটা পেছনের দিকে টানা হয়। ওর কথার রেশ ধরে বলি, অর্থাৎ ধনুকের ছিলা যত পেছনের দিকে টানা হবে তির তত সামনের দিকে যাবে। আমাদের জীবনও তাই। জীবনের বা পরিবারের পেছনের ইতিহাস যত জানব, আমরা ততটাই সামনের দিকে এগোতে পারব। অর্থাৎ আমাদের যে ঐতিহ্য আছে, সেটা জানতে হবে। ঐতিহ্যকে ভর করে আমরা এগোতে পারব।

এরমধ্যে কবরডাঙার মোড়ে পৌঁছাই। এখানে মোড়ে কাঠের আসবাবপত্র তৈরির একটা দোকান আছে। সেই দোকানে তাকিয়ে দেখি কফিন–বাক্স তৈরি হচ্ছে। গাড়িটা দাঁড় করাতে বলি। গাড়ি থেকে নেমে রাজর্ষি, ঐশীকে নিয়ে দোকানটায় যাই, কফিন–বাক্স তৈরি দেখাতে। কফিন হল একধরণের কাঠের বাক্স – যার মধ্যে মৃতদেহ শুইয়ে ওপরের ডালাটিতে পেরেক মেরে মাটির তলায় পোঁতা হয়। যেখানে এই কফিন পোঁতা হয়, সেই জায়গাটি কবরস্থান বা সমাধিস্থান নামে পরিচিত থাকে। গ্রামেগঞ্জে কোথাও কোথাও কবরডাঙাও বলে। যেমন, এই জায়গাটি কবরডাঙা নামেই পরিচিত। এই জিনিস ওরা আগে দেখেছে টিভিতে, সিনেমায়। মৃতদেহ একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এর চল। ক্রিশ্চানরা কফিনে করে মৃতদেহ কবর দেন। বাস্তবে এই প্রথম ওরা কফিন দেখল। ওরা জানত না, এখানে কোথায় কফিনের বাক্স তৈরি হয়।

কফিনের বাক্স ঠিক চৌকোণা বা আয়তাকার হয় না। খানিকটা ছয় কোণ বাক্সের আকার নেয়। কারণ মৃতদেহটি চিৎ করে শুইয়ে দেওয়ার পর দুটো হাত ভাঁজ করে বুকের কাছে রাখা হয়। এখানেই শিল্পীর কায়দা লাগে। দুটি আলাদা কাঠ চাপ দিয়ে ভাঁজ করে একটা বিশেষ আকৃতি আনতে হয়। কফিন তৈরিতে লাগে, কাঠ, কাপড়, পিন, হ্যান্ডেল, জরি প্রভৃতি। কাঠটা খানিকটা পক্কা হয়। বললাম, ঠাকুরপুকুর, কেওড়াপুকুর, নেপালগঞ্জ, রাজারামপুর, রাঘবপুর প্রভৃতি এলাকায় অনেক ক্রিশ্চান আছেন। তাঁরা মারা গেলে তো কফিনের বাক্স লাগে। সেই বাক্সই এঁরা তৈরি করছেন। এমনিতে কফিনের বাক্স আগে থেকে তৈরি করা থাকে না। কেউ মারা গেলে, তারপর এটা বানানো শুরু হয়। যেসব শিল্পী এটা বানান, তাঁরা অবশ্য খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্ত কাজ ফেলে কফিনের বাক্স তৈরি শুরু করেন। রাত–দুপুরে হলেও শিল্পীরা এটা তৈরি করে দেন। এটা এই শিল্পীদের সংস্কার বা রীতি। শিল্পীরা মনে করেন, এতে তাঁদের পুণ্য হয়। ঠাকুরপুকুর, কবরডাঙা, বৌবাজার প্রভৃতি কিছু জায়গায় কফিনের বাক্স তৈরি হয়। রাজর্ষি, ঐশী এইসব কথা মন দিয়ে গিলতে থাকে। তাকিয়ে দেখি, কখন যেন রাজর্ষির মা–ও আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন।

আলোচনাটা বেশ জমে উঠেছে। পুরনো কিছু স্মৃতি মনে আসে। ঠাকুরপুকুরে থাকতেন শ্রীহর্ষ মল্লিক। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়–এ চাকরি করতেন। একসঙ্গে আমরা বহু জায়গা ঘুরেছি। তিনি একবার কফিন মিস্ত্রি জয়দেব বাবুর কথা শুনিয়েছিলেন। জয়দেব নিয়মিত কফিন বানাতেন। হঠাৎ তিনি কফিন বানানো বন্ধ করে দিলেন। শ্রীহর্ষ বাবুকে জয়দেব বলেছিলেন, 'যেদিন এক ন–দশ বছরের বালকের কফিন তৈরি করতে হল আমায়, সেদিনই ঠিক করলাম, এত নিষ্ঠুর নির্বিবেক হতে পারব না আর। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই কাজ করে সমাজের দায় উদ্ধার করে মনে মনে ঠিক করলাম – না! এ কাজ আর নয়। মনে হল, এ যেন বাপ হয়ে ছেলের কফিন তৈরির মত।'

ক্রিশ্চানরা মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু গান করেন। এরকম একটি গান শুনিয়েছিলেন শ্রীহর্ষ বাবু।

সুরক্ষা যীশুর কোলে
তার বক্ষ আশ্রয়স্থল
তাঁর প্রেমে হইয়া মগ্ন
পায় বিশ্রাম তথায় স্থান।

রাজর্ষির মা বলেন, 'এতদিন এই রাস্তায় যাচ্ছি, কফিনের বিষয়টা জানতাম নাতো। বা! রাস্তার পাশে অনেক কিছু আছে, যেটা আমরা গুরুত্ব দিই না।' রাজর্ষি বলে, এবার এখানকার কফিন তৈরির ইতিহাসটা জানব – এর সঙ্গে জানব, কবে থেকে এখানে ক্রিশ্চানরা আসতে শুরু করলেন, তাঁরা এই এলাকাটি বসবাসের জন্য বাছলেন কেন? ঐশী বলে, আমরা ইতিহাসকে তো ভালোবেসে ফেলছি। রাজর্ষির মা হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, আজ চল্, পরে আর একদিন আসব।

মরু চাষের কুফল সম্পর্কে সাবধান হোক মোদি সরকার

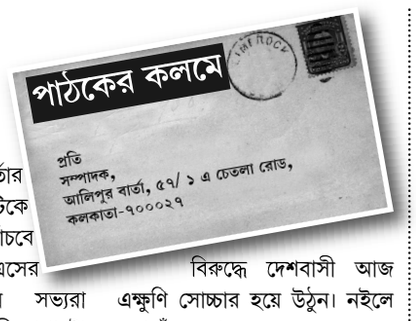

আমি ৮৪ বছর বয়স অতিক্রম করে বার্দ্ধক্যের অন্তিম সীমায় পা দিয়েছি। আমি চিরকাল প্রকৃতিপ্রেমী। বিগত কয়েক দশক ধরে দেখছি প্রকৃতি তার রূপ পাল্টেছে। ক্রমাগতই যেন প্রকৃতি তার চলার স্বচ্ছন্দ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে তার কারণ খুঁজতে খুঁজতে হতাশ হয়ে পড়েছি। কোনও সঠিক পথ কেউ বাতলাতে পারেনি। গত ৫ জুন নিউজ টাইমে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রকৃত কারণ জানতে পারলাম। সম্প্রতি আলিপুর বার্তার পাতায় দেখলাম, থর মরু চাষের কুফলের কথা। একথা অতি সত্য, বিজ্ঞান সম্মত কথা। এটা দিয়ে ? কাগজ কেন লেখে না। নিউজ টাইম কেন এটা নিয়ে সোচ্চার হয় না? আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আলিপুর বার্তার বিজ্ঞানসম্মত লেখাটিকে গুরুত্ব দিন নইলে দেশ বাঁচবে না। মোদিজী আরএসএসের লোক। আরএসএসের সভ্যরা দেশভক্ত হয়। তাই মোদিজী ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে মরু চাষের কুফল নিয়ে আজ এখুনি আলোচনায় বসুন। আর হাওয়াবাবুদের মিথ্যা কথা বলার বিরুদ্ধে দেশবাসী আজ এক্ষুণি সোচ্চার হয়ে উঠুন। নইলে দেশ বাঁচবে না।

হৈমন্তী সেন
এ১৩৬, লেক গার্ডেনস, কলকাতা–৪৫

পুলিশ নিয়ে আপনাদের চিন্তা সদর্থক

পুলিশের অত্যাচার কিংবা খারাপ দিক নিয়ে বহু লেখা বের হয়। কিন্তু বহুদিন পর দেখলাম পুলিশের প্রতি সহমর্মী হয়ে একটি প্রতিবেদন আপনাদের পত্রিকার শিরোনামে চলে এসেছে। পুলিশ ২৪ ঘন্টায় বহু সামাজিক কাজকর্ম সর্বোপরি মানুষের সুরক্ষায় ব্রতী থাকে। পুজো থেকে সংঘর্ষ সবেতেই তাদের ভূমিকা। সত্যি তো, পুলিশকে যাবতীয় ঝঞ্ঝা আর রোষানলের মুখে বলী করা হয়। যারা আড়াল থেকে এসব কাজে ছড়ি ঘোরায় সেই রাজনৈতিক যন্ত্রীদের অপরাধ কখনই প্রকাশ্যে আসে না। পুলিশের সংস্কারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এইসব রাজনীতির কারবারিদের। তাও আমার আবেদন এই লেখা পড়ে অন্তত তৎপর হোক সব ধরনের সরকার এবং প্রশাসন।

কমল দাস
বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রামসদয় মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রী এবং অধ্যাপকের ভিন্ন চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমতা: ক্লাসের অধ্যাপিকার কাছেই পড়তে হবে ফুড অ্যান্ড নিউট্রেশন নিয়ে পড়তে হলে। অন্যথা হলে ছাত্রছাত্রীদের চরম সমস্যায় পড়তে হবে।

এইধরনের স্বৈরাচারি ফতোয়া জারি করেছেন আমতা রামসদয় মহাবিদ্যালয়ের ফুড অ্যান্ড নিউট্রেশন বিভাগের এক অধ্যাপিকা। এই মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে ওই মহাবিদ্যালয়ের এক ছাত্রী রামসদয় মহাবিদ্যালয় থেকে টি.সি নিতে বাধ্য হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে মহাবিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপিকা কি এই ধরনের মানসিক নির্যাতন চালাতে পারেন? এই প্রশ্ন ওঠায় ওই অধ্যাপিকার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে অধ্যাপিকা কোনও কথা বলেননি।

অপরদিকে আমরা রামসদয় মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রলয় তলাপাত্রকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'অভিযোগটা আমার কানে এসেছে। এখনও পর্যন্ত কেউ অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ সরকারি ভাবে আমাকে জানাননি, পেলে দেখব। তবুও আমি অভিযোগ কানে আসার পর সত্যতা খোঁজার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সত্যতা খুঁজে পাইনি। ওই অধ্যাপিকা খুব সুন্দর পড়ান ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জেনেছি। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, ওই ছাত্রীটি অধ্যাপিকার কাছে টিউশনি পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু অভিযুক্ত অধ্যাপিকা ছাত্রীকে পড়াতে চাননি। ছাত্রীর অভিভাবক একপ্রকার অধ্যাপিকাকে জোর করেন তার কন্যাকে পড়ানোর জন্য। কিন্তু অধ্যাপিকা কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার করেননি। শেষমেষ বাধ্য হয়েই ছাত্রী এবং তার অভিভাবক ওই অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এইসব বলে বেড়াচ্ছেন। আমি আরও খোঁজ নিয়ে জেনেছি আমতার বুকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা টিউটোরিয়াল হোমে ওই অধ্যাপিকাকে পড়ানোর জন্য আহ্বান জানালে তিনি রাজি হননি। তারাও অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন। সবদিক থেকেই অধ্যাপিকাকে অপদস্থ করার চেষ্টা চলছে।

অসভ্য–অবাস্তব এসএমএস করতেন ছাত্রীদের। মনের তৃপ্তি মেটাতেন কৌশলে ছাত্রীদের শরীরে হাত দিয়ে। অভিযোগ পেয়ে রামসদয় মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত অধ্যাপককে টার্মিনেট করল।

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে রামসদয় মহাবিদ্যালয়ের বোটানি বিভাগে এক পার্টটাইমার কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। এই আংশিক সময়ের অধ্যাপক মহাবিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন দু'মাস আগে। আর এর মধ্যেই ওই অধ্যাপকের আচরণে ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়। যদিও নির্দিষ্ট কোনও ছাত্রীকে নয়, বিভিন্ন সময়ে যে ছাত্রীর আচরণ ভাল লাগত তার ফোন নম্বর কোনও অছিলায় জেনে নিত। পরে ওই ছাত্রীদের ফোন নম্বরে এসএমএস'র মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে ছাত্রীদের মন জয় করার চেষ্টা করত। ছাত্রীদের সাহায্য করার নাম করে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে তাদের শরীরে হাত বোলাবার চেষ্টাও করতেন। অধ্যাপকের এই আচরণে ছাত্রছাত্রীরা হাসাহাসিও করত। অনেকে আবার রেগেও যেত। ওই অধ্যাপকক ক্লাস করে চলে যাবার পর ছাত্রছাত্রীরা একে অপরকে নিয়ে হাসি–মস্করাও করত। শেষপর্যন্ত এই ঘটনা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তা মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কানেও যায়। বড় ধরনের কিছু অঘটন ঘটার আগেই মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত অধ্যাপককে কলেজ থেকে বহিস্কার করে। যদিও নিয়মানুযায়ী প্রথমে যাকে নিয়োগ করা হয় তাকে অন্তত ছয় মাস চাকরি করতে দিতে হয়। কিন্তু আমতা রামসদয় মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ওই অধ্যাপককে টার্মিনেট করতে বাধ্য হয় দু'মাসের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে আমতা রামসদয় মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রলয় তলাপাত্র বলেন, 'আমরা বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেছি। ওই অধ্যাপকের আচরণে অস্বাভাবিকতা

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য। মহাবিদ্যালয়ের আর একজন অধ্যাপক যিনি বছর দুই আগে অবসর নিয়েছেন, তাকে নিয়েও সেইসময় গুঞ্জন উঠেছিল। ছাত্রীদের প্রতি দুর্বলতা তাঁর আচরণেও প্রকাশ পেয়েছিল। সেই সময় ওই অধ্যাপককে টার্মিনেট না করে সতর্ক করা হয়েছিল।

এমনও প্রমাণ আছে একজন আদর্শ অধ্যাপকের মধ্যে অধ্যাপক সুলভ মনোভাব না থাকার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিয়েছেন। এই মহাবিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক মহাবিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতেন। এটা অধ্যক্ষের চোখে পড়ায় তিনি সেই অধ্যাপককে সতর্কও করে দেন। আরও এক অধ্যাপক পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রকে আড্ডা মারতেন। এটাও অধ্যক্ষের নজরে পড়ায় অধ্যাপককে সতর্ক করা ছাড়াও ব্যবস্থা নেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ প্রলয়বাবু বলেন, শিক্ষক–অধ্যাপকদের ছাত্রছাত্রীরা আলাদা করে দেখে, সম্মান করে। ছাত্রছাত্রীরা যদি দেখে তাদের সম্মানিত শিক্ষক, অধ্যাপকরা বিদ্যালয়–মহাবিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন বা রকে বসে আড্ডা মারছেন, তাহলে কি ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক, অধ্যাপকদের সম্মান দেবে? তাদের মানবে? প্রলয়বাবু অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ব্যবস্থা নেননি। ছাত্রীদের পোশাক নিয়েও বারংবার ব্যবস্থা নিয়েছেন। একদিন এক অভিভাবক তার কলেজে পড়া মেয়েকে নিয়ে কলেজে দিতে আসেন। সেই ছাত্রীর পরনে ছিল একটি পাতলা গেঞ্জি ও লেগিনস। অশোভন এই পোষাক দেখেব অধ্যক্ষ প্রলয়বাবু তৎক্ষণাৎ সেই ছাত্রীকে অভিভাবকের সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। ছাত্রছাত্রীদের অশোভন আচরণের জন্য অধক্ষ্য টি.সি তিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

অধ্যক্ষের এইরূপ সিদ্ধান্তের জন্য অনেকে সোচ্চার হয়ে বলেছেন, 'তিনি নিজের সিদ্ধান্তে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন।' এই প্রসঙ্গে প্রলয়বাবুর মত, 'অবশ্যই ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে। তবে সেই ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য অন্যের স্বাধীনতা হরণ হবে – মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ, নিয়মশৃঙ্খলা, শালীনতা নষ্ট হবে, অন্য ছাত্রীরা প্রভাবিত হতে পারে, তা হতে দেওয়া যায় না।'

টুকরো–টাকরা

পরিবেশ বাঁচাতে নয়া উদ্যোগ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার প্রাচীন ক্যানিং শহরকে পলিথিন ও থার্মোকল মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়োজনে পথ ফেরিতে উপস্থিত ছিলেন মাতলা–১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার, স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রমুখ।

জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: রবিবার সকালে একটি জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত হয়ে কাকা–ভাইপোর গণ্ডগোলে খুন হয় ভাইপো। মৃত ব্যক্তির নাম সামসুদ্দিন লস্কর (৩৫)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি–শরিফের সাতবিবি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাকালতলা গ্রামে মামার বাড়িতে থাকত শ্যামসুদ্দিন । বেশ কয়েকবছর আগে তার বাবার মৃত্যু হলে সামসুদ্দিন মামার বাড়ি যায় মাকে নিয়ে। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই কাকা হাসেম লস্করের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয় ভাইপোর। তার জেরেই এই খুন বলে মনে করা হচ্ছে।

নিখোঁজ মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মাতলা নদীর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় জীবনতলার হেদিয়া গ্রামের বাসিন্দা আলাউদ্দিন মোল্লা, তার স্ত্রী আমিনা বিবি, মেয়ে সানা ও মীনা, ছেলে রফিকুল–সহ আরও দু'জন এই নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে জোয়ারের টানে ডিঙি নৌকো উল্টে যায় এবং স্থানীয় জেলেরা দেখতে পেয়ে সাত জনকে উদ্ধার করে। তাদের ক্যানিং হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে মাতলা ব্রিজ এলাকায় জেলেদের পাতা জালে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর দেহ আটকে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাখী বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের বাসস্ট্যান্ডে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত রাখী বন্ধন উৎসব যথাযথভাবে পালিত হল। এদিন ক্যানি–১–এর বিডিও বুদ্ধদেব দাস সাধারণ মানুষের হাতে রাখী বেঁধে সম্প্রীতি বন্ধনের সূচনা করেন। এছাড়াও স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রীরা রাখী বেঁধে দেয় সর্বধর্মের মানুষের হাতে।

প্রথম পাতার পর ...

তাপস পাল মামলা

এই মামলাটি যেহেতু সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী করা রিট মামলা অর্থাৎ রিট পিটিশন অর্থাৎ মৌলিক অধিকার খর্ব সংক্রান্ত মামলা, সেহেতু এই মামলা প্রথমে গিয়েছে একজন একক বিচারপতির ঘরে, তারপরে ওই একক বিচারপতির রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হয়ে গিয়েছে দু'জন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। এখন এই ডিভিশন বেঞ্চের দু'জন বিচারপতি যখন ভিন্নমত পোষণ করলেন, তখন মামলার ফাইলটি এবারে যাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে এবং প্রধান বিচারপতি সেটিকে এবারে পাঠাবেন একটি লার্জার বেঞ্চে। অর্থাৎ যে বেঞ্চের সদস্য সংখ্যা থাকবে অন্তত তিন এবং এই তিনজনের বিচারপতির বেঞ্চে এই আপিল মামলাটির নতুন করে শুনানি হবে এবং এক্ষেত্রেও তিনজন বিচারপতি যদি সহমত না হন, তাহলে গরিষ্ঠ সংখ্যক বিচারপতির রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তিনজন বিচারপতি সহমত না হলে, দু'জন বিচারপতির রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

রিট মামলা যেহেতু প্রথমে একজন বিচারপতির এজলাসে হয়, সেহেতু একজন বিচারপতির দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল আর একজন একক বিচারপতির এজলাস কখনই শুনতে পারে না। দু'জন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করার পর, সেই মামলাটি একজন একক বিচারপতির কাছে পাঠানো যেতে পারে শুধুমাত্র কিছু কিছু ক্রিমিনাল আপিল এবং জামিন ও আগাম জামিন সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে।

অর্থাৎ দু'জন বিচারপতির একজন কাউকে জামিন কিংবা আগাম জামিন দিতে চাইলেন, কিন্তু আর একজন বিচারপতি তাতে আপত্তি করলেন, অথবা কোনও ক্রিমিনাল আপিল মামলায় কোনও একজন বিচারপতি হয়ত কাউকে বেকসুর খালাস দিতে চাইছেন। কিন্তু আর একজন বিচারপতি সেই ব্যক্তিটিকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে চাইছেন। এইসব ক্ষেত্রে মামলাটি তৃতীয় কোনও একজন একক বিচারপতির কাছে পাঠানো হবে, তিনি এরপর একা যা রায় দেবেন, তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ তিনি যদি তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেন, তাহলে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলে যেতে হবে। অথবা তিনি যদি তাঁকে বেকসুর খালাস দেন তাহলে তিনি বেকসুর খালাস হয়ে যাবেন। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রেও প্রধান বিচারতি চাইলে, মামলাটিকে তিনজন, পাঁচজন বা সাতজন বিচারপতির বেঞ্চে পাঠাতে পারেন। প্রসঙ্গত, জেনারেল জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসি ৩:২ রেশিওতে পাঁচজন বিচারপতির বেঞ্চে কনফার্ম হয়েছিল। যদিও সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসির ব্যাপারে তিনজন বিচারপতিই সহমত হয়েছিলেন।

সিনেমা সমালোচনা

সাড়া ফেলেছে বুনোহাঁস

ডঃ শঙ্কর ঘোষ

মানুষের জীবনের চাহিদার কোনও শেষ নেই। সহজ পথে রোজগার সুবিধার না হলে বাঁকা পথ ধরতেই হয়। সেই পথ হয়ত কখনও কখনও পৌঁছে দেয় অন্ধকার এক জগতে। তাতে ঢোকার পথটা জানা থাকলেও বেরোবার পথটা বড়ই দুরূহ। এমনই একটি মানুষ, যার নাম অমল। সোজা ভাষায় বলতে গেলে সাদাসিধা একটি মানুষ। স্থানীয় একটি মলের নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে সে নিযুক্ত। সেখানেই আচমকা তার বাল্যবন্ধু রবীন তাকে হদিশ দেয় বিরাট রোজগারের পথের। এই সূত্র ধরে বিরতির আগে পর্যন্ত দর্শক দেখতে পাচ্ছেন অমলের জীবনের এই পরিবর্তিত অধ্যায়ের ছবি। ছবির নাম 'বুনো হাঁস'। কাহিনীকার সমরেশ মজুমদার। পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী। চিত্রনাট্যকার শ্যামল সেনগুপ্ত। ১৪৩ মিনিটের এই ছবির পরবর্তী অধ্যায়ে টান–টান উত্তেজনা। কীভাবে অমল এই অন্ধকার জগতে এসে ফেঁসে যায় তা নিয়েই গল্পের বিস্তার। থ্রিলারের গল্প হলেও পাশাপাশি রয়েছে অমলের পারিবারিক জীবন এবং সোহাগকে নিয়ে তার ভালবাসার পর্ব। অমল যখন সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে গিয়েছে এই অন্ধকার জগতের সঙ্গে তখন তার জীবনে এসেছে ঋজুলা। এই মেয়েটিও রহস্যময়ী। তার আচরণ, ধরণ–ধারণ রহস্যে ঠাসা। সময়মতো ঋজুলা অমলকে একা ফেলে রেখে দেশান্তরী হয়েছে। প্রেমিকা সোহাগ কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনের শেষ কটি দিন গুনছে। বাড়ি ফেরার চরম তাগিদ নিয়ে অমল ফোন করে নিজের বাড়িতেই। অমলের মা ফোনটি ধরেন, অমল নিরুত্তর থাকে। মা বুঝতে পারেন অপরপ্রান্তে কে রয়েছেন। মায়ের শেষ আবেদন 'ফিইর‍্যা আয়।'

দর্শকের মন তখন পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত। বাংলা ছবির এই দুর্দিনের বাজারে, কোনও তামিল তেলেগু ছবির বঙ্গ রূপান্তর না হয়েও সাহিত্যিকের কলম থেকে উঠে আসা গল্পের এমন নিটোল নিবেদন মনে রাখার মতো। মনে রাখার আরও কতগুলি কারণ রয়েছে। প্রথমে পরিচালককে ধন্যবাদ জানাতে হয়, এই কারণে যে বহু শিল্পীর ভিড় থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেককে দিয়ে ঠিক কাজটি আদায় করে নিয়েছেন। প্রথমেই অমল রূপী দেবের কথা বলতে হয়। অসাধারণ চরিত্রায়ণ, আলাদা করে তিনটি দৃশ্যে শিল্পীকে চেনা যায়। বাংলাদেশে পদ্মাতীরের মাটি মাথায় লাগিয়ে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা, প্রথম উড়ানে ওঠার পর সিট বেল্ট লাগানোর সময়, বিদেশে প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুলি করে মারার পর দেবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার মতো। সোহাগের চরিত্রে মেকআপহীন শ্রাবন্তী তার অভিনয়ের ধার বুঝিয়ে দেন। চমকে দেন ঋজুলা চরিত্রের শিল্পী তনুশ্রী চক্রবর্তী। তার সমগ্র আচরণই রহস্যে ঢাকা।

অন্ধকার জগতের ম্যাডাম–এর চরিত্রে মুনমুন সেন নিখুঁত অভিনয় করেছেন। প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন দেবের বৌদির চরিত্রে সুদীপ্তা চক্রবর্তী। অন্ধকার জগতের কয়েকটি মানুষের ভূমিকায় শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল, শংকর চক্রবর্তী, অনিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবের মাটি থেকে যেন উঠে এসেছেন। গার্গী রায়চৌধুরীর অভিনয়ও বেশ সাবলীল। মায়ের চরিত্রে সোহাগ সেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। এই শিল্পী দলের অভিনয় ছবিটিকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

সঙ্গীত পরিচালক শান্তনু মৈত্র আবারও প্রমাণ করলেন সুরে কত রকমের বৈচিত্র্য আনা যায়। ছবি শেষের পরেও অনুরণন থেকে যায়– 'জিন্দেগী কহিন ভি থামতি নাহিন' গানটির। বাংলাদেশে এ ছবির অনেকটা অংশের শ্যুটিং হয়েছে। বাংলাদেশকে বড়পর্দায় ধরার কারিগরি দেখিয়েছেন পরিচালক। ব্যাংকক এখন বহু বাংলা ছবিরই আউটডোর লোকেশন–এর উপযুক্ত জায়গা। এখানেও ব্যাংককে ব্যবহার করা হয়েছে রহস্যের জাল বোনার কাজে। পরিচালককে এ ব্যাপারে উপযুক্ত সহযোগিতা করেছেন চিত্রগ্রাহক ও সম্পাদক। উপযুক্ত কাহিনী ও চিত্রনাট্য মিললে একটা ছবি যে কতখানি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে, বুনোহাঁস তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

উলুবেড়িয়া পুরসভা জয়ের স্বপ্নে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া: ২০১৪'র লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়ায় আশানুরপ ফল পেয়ে উজ্জীবিত বিজেপি নেতৃত্ব কর্মী–সমর্থকেরা উলুবেড়িয়া জয়ের স্বপ্ন দেখছে। উলুবেড়িয়া পুরসভার মেয়াদ শেষ হয়েছে ২৭ জুলাই। এই সময় সীমার মধ্যে নির্ধারিত ভোট না করিয়ে রাজ্য সরকার প্রশাসক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে পুরসভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। অপরদিকে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে গ্রামীণ বিজেপি নেতৃত্ব। ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে উলুবেড়িয়া পুর কর্তৃপক্ষের কাছে। বিজেপি'র হাওড়া জেলা গ্রামীণ সভাপতি গৌতম রায় বলেন, রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেস ২০১৪'র লোকসভায় উলুবেড়িয়ায় বিজেপির সাফল্য দেখে বুঝতে পেরেছে নির্ধারিত সময়ে ভোট হলে উলুবেড়িয়া পুরসভায় এবারে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি।

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে বিজেপি উলুবেড়িয়া পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডে কম–বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছে। উলুবেড়িয়া পুরসভায় ২৯টি ওয়ার্ড থেকে বেড়ে ৩২টি ওয়ার্ড হয়েছে এবার। গৌতমবাবু দাবি করে বলেন, অর্ধেকের বেশি ওয়ার্ডেই গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির লিড ছিল। এই অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি পুরভোট হবে সেই লিড আরও বাড়বে। বিজেপি'র গ্রামীণ নেতৃত্বের দাবি ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের পরে গ্রামে গ্রামে বিজেপি'র জনপ্রিয়তা বেড়েছে। অন্যদল থেকে নেতা–নেত্রী, কর্মী–সমর্থকেরা বিজেপিতে যোগদান করার ঘটনা তারই প্রমাণ। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রচুর ভোট পেয়েছিল। ২০০৯'র নির্বাচনে অল্প ভোট পেয়েছিল।

বিজেপি'র গ্রামীণ সভাপতির অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত উলুবেড়িয়া পুরসভায় ব্যাপক দুর্নীতি–অনিয়ম চলছে। বিভিন্ন পুর কাজের ক্ষেত্রে গরমিলও রয়েছে। ঠিকাকর্মী ৭০ জনের মধ্যে ১১ জনের বেতন বাড়লেও বাকি ৫৯ জনের বেতন বাড়েনি। চলছে স্বজনপোষণ। গঙ্গার ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করলেও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার ভাঙন আটকানোর জন্য সামান্য বোল্ডার ফেলা ছাড়া আর কিছুই করেনি বলে অভিযোগ করেন গৌতমবাবু। তৃণমূল কংগ্রেস যখন ইউপিএ–২–এর কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক ছিল তখনও পদক্ষেপ নেননি।

এইসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান দেবদাস ঘোষ। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রেল ভাড়া সহ দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে বলে দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেস–এর হাওড়া জেলা গ্রামীণ সভাপতি, বিধায়ক তথা পরিষদীয় সচিব পুলক রায়। তিনি আরও দাবি করেন বিজেপির জনপ্রিয়তা দিন দিন কমছে। আর জনপ্রিয়তার এই ভাটা দেখে বিজেপি নেতৃত্ব এখন মনগড়া অভিযোগ করছে। তিনি জোর গলায় দাবি করেন উলুবেড়িয়া পুরসভা তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবেই।

প্রথম পাতার পর ...

মোদির কাছে নেতাজি তথ্য উদ্ধারের দাবি

খেতাব যদি দিতেই হয় তা যেন কোনও মতেই 'মরণোত্তর' না হয়। ওই দিনই প্রধানমন্ত্রীর দফতরে নেতাজি সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবিতে পাঠানো পত্রটি পাঠ করা হয়। ডঃ চৌধুরী জানান, প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সম্পর্কিত অজস্র নথি এখনও গোপনীয়, এদেশে ও বিদেশে সেগুলি প্রকাশ্যে এনে বিগত মনমোহন জমানায় 'অসম্পূর্ণ' মুখার্জি কমিশন সম্পূর্ণকরণ। এছাড়াও আজাদহিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার দিন ২১ অক্টোবর মুক্তি দিবস হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দেবার জন্য ভারত সরকারের কাছে আর্জি জানান তিনি। দিল্লির বুকে অথবা পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে যেখানে দেড় হাজারের ওপর আজাদহিন্দ সেনাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল যা পাশ্চাত্যের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের থেকে তিনগুণ বেশি ভয়ঙ্কর ছিল সেই স্থানে আজাদহিন্দ মেমোরিয়াল গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

দিল্লির বুকে এই অরাজনৈতিক অবস্থান ও অনশন মঞ্চে বহু বিশিষ্ট বক্তাই অধিকার যাত্রার দাবিগুলিতে সোচ্চার হন। নরেন্দ্র মোদির কাছে পাঠানো পত্রে এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের নির্দেশের প্রতি সম্মান জানিয়ে নৈমিষারণ্য–অযোধ্যা–বডি–ফৈজাবাদ অঞ্চলের গুমনামী সন্ন্যাসী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে অবিলম্বে অনুসন্ধানের আর্জি জানিয়েছেন নেতাজি গবেষক ও আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। আগামী দিনে অধিকার যাত্রার দাবি নিয়ে আরো বৃহত্তর ও আইনি পর্বে এগোবেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়ে দেন।

ইকো পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সুন্দরবনের বাসন্তীর ঝড়খালিতে পর্যটন দফতরের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ইকো–ট্যুরিজমের কাজ। ক্যানিং ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করার জন্য একগুচ্ছ উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে পর্যটন ও সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর। তবে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ইতিমধ্যে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে ক্যানিং মাতলা নদীর ধারে ইকো–পার্কটি গড়ে উঠবে। বিভাগীয় দফতরের আধিকারিক, সচিব, ইঞ্জিনিয়ার ইতিমধ্যে ক্যানিং মাতলা নদীর ধারে জমি পরিদর্শন করেছে।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি
(কোচিং ও কম্পিউটার সেন্টার)
রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।

বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

Collaborated with :- "YOUTH TRAINING CENTRE" Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)

সীমানা ছাড়িয়ে

তুষার–তীর্থ অমরনাথ

সুকুমার মণ্ডল

গত সংখ্যার পর...

আগে পহেলগাঁও থেকেই অমরনাথ যাত্রা শুরু হত, এখন ক্লেশ কিছুটা কমেছে। ১৬ কিমি দূরে ৯৫০০ ফুট উচ্চতায় চন্দনবাড়ি পর্যন্ত মোটরযান চলাচল করছে। রাত তিনটায় উঠে স্নান পর্ব সেরে অন্ধকার থাকতে থাকতে আমরা হোটেল থেকে রওনা দিলাম, কিন্তু পথে অপেক্ষমান গাড়ির দীর্ঘ সারি। সকাল ৬টার পরে পুলিশ, চেকপোস্ট সচল ও সক্রিয় হল, ধীরে ধীরে গাড়ির সারি এগোতে লাগল। ভোরের আলো ফুটছে। আমাদের মোটর গাড়িও তীব্র বেগে ছুটছে। এত পড়ি কি মরি করে পাহাড়ি ঘাট পথে গাড়ি ছোটানো কেন বাপু! রহস্য ভেদ হল অচিরেই। এক প্রস্থ যাত্রী নামিয়ে পহেলগাঁও ফিরে এসে ফের আর এক দল যাত্রী নিয়ে চন্দনবাড়ি পৌঁছতে পারলে দিনের রোজগার ডবল।

চনদনবাড়িতে নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপোস্টে সকাল সাতটাতেই লম্বা লাইন। মহিলাদের পৃথক সারি। সঙ্গের ব্যাগ ও শরীর তল্লাশি মিটিয়ে প্রবেশ দ্বারের ওপাশে পৌঁছতে আধ ঘণ্টা লাগল। আমাদের দলের ১৬ জন আগেভাগেই ঘোড়া বুক করেছিলাম। অতঃপর নিজ নিজ টাট্টু ও তার সহিসদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেওয়ার পালা মিটিয়ে জল বাবা অমরনাথ বলে পথ চলা শুরু করা হল। ঘড়ির কাঁটা প্রায় আটটা ছুঁয়েছে। পথের ডান দিকে অল্প নীচ দিয়ে উচ্ছল লিডার নদী বয়ে চলেছে। পাইন গাছের সারির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে জলের উচ্ছ্বাস। ক–পা যেতে না যেতেই ফের জম্মু–কাশ্মীর রাজ্য পুলিশের চেকপোস্ট। তার গায়েই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যাত্রী সেবা–শিবির। গরম চা মিলল যাত্রার শুরুতেই। পাহাড়ের পাদদেশ ধরে উত্তরমুখী পথ। দু–আড়াই কিমি যেতেই এক খাড়াই বেয়াড়া পাহাড়ের মুখোমুখি। আমাদের পথ আটকে থাকা এই পাহাড়টিই কুখ্যাত পিসু টপ। দু–হাজার ফুট পাহাড় ভেঙে উঠতে হবে। ইংরেজির জেড্ অক্ষরের মতো সরু পথে তীর্থ যাত্রীদের সর্পিল মিছিল ক্রমশ উপরে উঠে গিয়েছে। সেদিকে তাকালে অতি বড় সাহসীরও বুকটা দমে যেতে বাধ্য। এই বেঁটে খাটো টাট্টু ঘোড়াটি পারবে তো আমাকে নিয়ে ওই ওপরে চড়তে। সহিস সাহস দিয়ে বলল, ভয় নেই, কেবল ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনে নিজেকে ঝুঁকিয়ে রাখুন বাবু। তবু স্বস্তি পাচ্ছি কই, বুক দুরুদুরু করলেও বাইরে প্রকাশ করলাম না বটে, কিন্তু আমাদের দলের বাকি সদস্য যাঁরা পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছেন এবং হয়ত কিছু পরেই এখানে এসে পৌঁছবেন, তাঁদের সম্ভাব্য ক্লেশ–এর কথা চিন্তা করে গলায় উদ্বেগ চেপে বসে রইলাম। আমার বন্ধু সুশীল গোড়া থেকেই পায়ে হেঁটে যাবে বলে ঘোষণা করেছিল। পদব্রজে এই খাড়াই পথে ও আসবে কি ভাবে। পরবর্তী আধ ঘণ্টায় টুক টুক করে পিসু পাহাড়ের ওপরে পৌঁছলাম। ১১৫০০ উচ্চতায় শীতে কাঁপার বদলে, সকালের তীব্র রোদ্দুরে গায়ের বস্ত্র ঘামে ভিজে গিয়েছে। অথচ পাশে পাহাড়ের নীচ দিয়ে বয়ে চলা লিডার নদী মাঝে মাঝে বরফের চাঙড়ের নীচ দিয়ে অন্তঃসলিলার মতো বয়ে চলেছে। পিসু টপের চূড়ায় কিছুটা সমতল, সেখানে তারস্বরে লাউডস্পিকারে শিব–ভজন বাজছে, যাত্রীদের জন্য তৈরি ভাণ্ডারায় নানা সুখাদ্য ও উষ্ণ পানীয়র পশরা। গরম চায়ে গলা ভিজিয়ে নেওয়া গেল, সেই ফাঁকে ঘোড়াটিকেও একটু বিশ্রাম দেওয়া হল। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ আরও উত্তরে চলেছে। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আমরাও এগোলাম, সবার মুখে জয় বাবা অমরনাথ।

এই পথের রূপ পাথুরে। ছোট ছোট কালো পাথরের টুকরো আর ধুলি ভরা পথ। বাঁ–হাতি পাহাড়ের ঢাল অনেক উপরে আকাশ ছুঁয়েছে আর ডান–হাতি প্রায় দেড় হাজার ফুট নীচু দিয়ে বয়ে চলেছে লিডার নদী। বড় বড় গাছ ক্রমে কমে এলো এবং আরও চার কিমি যেতে না যেতেই গাছেরা বিদায় নিল, পাহাড়ের গায়ে গায়ে সদ্য সবুজ কিছু ঘাস–গুল্ম। বলা বাহুল্য পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বরফের মুকুট। রোদ বেশ তীব্র, পথশ্রমে শীতের নাম গন্ধ টের পাওয়া গেল না। প্রায় ছয় কিমি আসার পরে সহিসরা ঘোড়া থামাল। জায়গাটির নাম নাগ কোটি। আমার সহিস সোনু জানালো, এখানে ঘোড়া থেকে নেমে দুই কিমি পথ পদব্রজে এগোতে হবে। কি ব্যাপার? পুলিশ নে মানা করতা হ্যায়, জানালো সোনু। কিন্তু কেন এমন ব্যবস্থা, তার আসল কারণ ক–পা এগিয়েই মালুম হল। সামনের পথটি দুটি পাহাড়ি ঝরণার ধারার উপর দিয়ে গিয়েছে। পায়ের তলা দিয়ে বরফগলা জলের স্রোত, ছোট–বড় নুড়ির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে, বাকি পথটুকুও পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে কেটে তৈরি ধাপে পা রেখে পার হতে হল। অবশ্য কাহিল বা অসমর্থ যাত্রীদের জন্য এই দু–কিমির ডান্ডি'র ব্যবস্থাও রয়েছে। অনেক উপরে পাহাড়ের গায়ে গ্লেসিয়ারের ঢাল। সব সহিসদের দেখলাম সেই গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে ঘোড়াগুলিকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে পার করে আনছে। তারপর ফের ঘোড়ায় চাপা, সামনে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে শেষ নাগ।

বেলা তিনটে নাগাদ শেষ নাগের পান্না সবুজ হ্রদের সঙ্গে দেখা হল। তিন দিকে পাহাড়ের বেষ্টনী। প্রতিটি থেকেই একাধিক বরফগলা ধারা নেমে এসে পুষ্ট করছে। হ্রদের পশ্চিমদিক দিয়ে জলের ধারা উপচে নেমে এসেছে, সেখানেও জমাট বরফের আস্তরণের তলা দিয়ে গোপনে নেমে এসেছে চঞ্চলা লিডার। ক্রমশ আমরা হ্রদকে ডান দিকে রেখে শেষনাগ–এর ছোট পাহাড়ি উপত্যকার দিকে এগোলাম। সেখানেই দেখলাম পথের ধারে এক পাথরে বসে সুশীল দম নিচ্ছে। স্বস্তি আর আনন্দে মনটা ভরে গেল। হাত নেড়ে ও জানালো, তোরা এগো... আমি আসছি আর কিছু পরেই...।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নিশ্ছিদ্র তত্ত্বাবধানে পাহাড়ের পূব–ঢালে সারি সারি তাঁবু। ছোট্ট একটু গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে হেঁটে সেই শিবির নগরীর প্রবেশ দ্বারে পৌঁছলাম। ফের এক প্রস্থ পরিচয়পত্র দেখানো ও আমূল তল্লাশি–পর্ব, তবে খুবই ক্ষিপ্র ও সৌজন্য–ভরা সেই অভ্যর্থনা। আমাদের তাঁবুগুলি বেশ কাছেই। এক–একটিতে ছ–টি করে ক্যাম্প খাট, বালিশ, তোষক ও ওজনদার লেপ। আমি ও সুশীল পাশাপাশি শয্যা বেছে নিলাম। সঙ্গে থাকবেন আরও দুই দম্পতি। কিন্তু বেলা চারটে বেজে গেল সুশীল এখনো পৌঁছালো না কেন? এই সামান্য এক কিলোমিটার পথ পার হতে এত সময় তো লাগার কথা নয়! উদ্বেগ চেপে রাখতে না পেরে যাত্রী ক্যাম্পের প্রবেশ পথের পাহাড়ী ঢালে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ডলফিন–এর কমবয়সী ম্যানেজার সুদীপ আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, চিন্তার কিছু নেই, উনি ঠিক এসে পড়বেন, আপনি তাবুতে গিয়ে বিশ্রাম করুন, চা আর ম্যাগি পাঠানো হয়েছে...। ফিরে এলাম তাঁবুতে। সামান্য তফাতে সেনা বাহিনীর তৈরি ইস্পাতের চাদরের সারি সারি টয়লেট, প্রতিটিতে পরিশ্রুত জলের কল। মাছ–জুড়ে তাঁবুর মাঝেও কিছুটা সবুজ ছেড়ে রাখা আছে। সেখানে লাল রঙে ইংরেজির এইচ অক্ষর লেখা, বুঝলাম ওখানে প্রয়োজনে হেলিকপ্টার নামে। আমাকে ফের স্বস্তি দিয়ে সুশীল তাঁবুতে এসে পৌঁছাল। জানাল, খুব কাহিল ও। হেঁটে বাকি পথ পাড়ি দেওয়ার আশা ত্যাগ করেছে। আগামীকাল এখান থেকে পঞ্চতরণীর জন্য ওর অতি অবশ্যই ঘোড়া দরকার। আমাদের দলের এক তরুণ দম্পতি সন্ধ্যে নাগাদ শেষনাগে পৌঁছে বেজায় বেহাল হয়ে পড়ল। ওরা ঘোড়া না নিয়ে চন্দনবাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছিল, পথ শ্রমের আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। শেষনাগের মেডিক্যাল ইউনিটের ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য উপসর্গের প্রাথমিক চিকিৎসা করে কিছুটা সামাল দিল বটে, ওরা কিন্তু পরদিন ঘোড়ায় চেপে ফিরে গেল চন্দনবাড়ি হয়ে পহেলগাঁও। সেখানের হোটেলে ডলফিন ট্রাভেলসের প্রতিনিধি রয়ে গিয়েছেন, এমনতরো পরিস্থিতিতে আগে ফিরে আসা যাত্রীদের পহেলগাঁও–এর হোটেলে থাকা–খাওয়ার বন্দোবস্তের জন্য।

বিকাল ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপুনি ধরাতে শুরু করল। সঙ্গে আনা শীতবস্ত্রগুলো এবারে একে একে গাড়ে চড়াতে হল। সাড়ে সাতটার পরে দিনের আলো কমে এলো। তাঁবুতে আলোর ব্যবস্থা নেই। প্রাঙ্গণের মাঝে মাঝে একটি করে হ্যালোজেন আলোর খুঁটি, জেনারেটরের মাধ্যমে রাত এগারোটা পর্যন্ত জ্বলে সেগুলো। আমাদের জন্য আরও একটি চমক অপেক্ষা করছিল। পূব দিকের বরফ চূড়ার ওপর সসঙ্কোচে উঁকি দিল ত্রয়োদশীর চাঁদ। নির্মেঘ আকাশে একা চাঁদ। একটু পরেই গোটা উপত্যকা চাঁদের মায়াবী আলোর বন্যায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

পরদিন ভোর ছটায় আমাদের ঘোড়া–বাহিনী রওনা দিল। সুশীল এবং আরও কয়েকজন গতকাল পায়ে হেঁটে পৌঁছানো যাত্রীরাও আজ আমাদের সাথে ঘোড়সওয়ার। রওনার আগে আমাদের ভ্রমণ সংস্থার তরফ থেকে সকলের হাত বিস্কুট–কাজু–কিসমিসের প্যাকেট ধরিয়ে দেওয়া হল। এত উচ্চতার পাহাড়ী পথে চলাচল কালে পেট ভরে না খাওয়াই বিধেয়। শেষনাগ ছেড়ে পথ ক্রমশ চড়াই, তবে তা পিসুটপের মতো ভয়ঙ্কর খাড়াই নয়। সামনের পাহাড়ে পথ কিছুটা বাঁ–দিকে বেঁকেছে এবং তারপরেই সামনে পড়ল বরফের রাজ্য। দু–পাশের পাহাড়ের ঢালু থেকে নেমে আসা গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে তীর্থ যাত্রীরা পিঁপড়ের সারির মতো হেঁটে চলেছে। পায়ের নিচের গ্লেসিয়ার যেখানে নরম কিংবা বিপজ্জনক সেখানে অতন্দ্র রক্ষীরা সাবধান করে দিচ্ছে। যাত্রীরাও কিছুটা তফাতের পথ ধরছে। পায়ে পায়ে বরফের ভুসভুসে মাখামাখি। ঘোড়ার পা মাঝে মাঝে সামান্য হড়কাচ্ছে, তবে দুই পাহাড়ের উপত্যকা বলে খাদে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ভীতিটুকু এখানে নেই। সামনেই মহাগুণা টপ, ১৪৮০০ ফুট উচ্চতায় আমাদের যাত্রাপথের সবচেয়ে উঁচু গিরিপথ। শেষনাগের ১১৫০০ ফুট থেকে আমরা তিন হাজার ফুটের বেশি উঠে পড়েছি। মাথার ওপর দিয়ে প্রবল শব্দে ঘন ঘন উড়ে যাচ্ছে যাত্রী পরিবাহী হেলিকপ্টার। পহেলগাঁও আর পঞ্চতরণীর মধ্যে যাতায়াত করছে। লাল, হলুদ, সাদা রঙের আকাশযানগুলোয় সকালের রোদ পিছলে যাচ্ছে। মহাগুণা টপে অক্সিজেন কম, অনেকে শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য উপসর্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা মহাগুণা টপে না থেমে সামনে আরও এগিয়ে চললাম। এবার পথ ধীরে ধীরে নিম্নগামী। মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরেই পশুপত্রী (১৩০০ ফুট)। সেখানেও রাস্তা জুড়ে জমজমাট ভাণ্ডারা বসেছে। অমরনাথ যাত্রীরা পছন্দমতো খাবার ও গরম পানীয়ে চাঙ্গা হয়ে নিচ্ছে। আমরাও ওদের সঙ্গে জলযোগে যোগ দিলাম। চমৎকার খাবার, হাসিমুখে সেবা সত্যিই প্রীতিপ্রদ। এত কঠিন জায়গায় এঁরা কীভাবে অগণিত তীর্থযাত্রীর সেবা করে চলেছেন তা ভেবে অবাক লাগে।

পঞ্চতরণী আরও প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে। ওখানেই আমাদের পরবর্তী শিবির। পশুপত্রী থেকে পথ ক্রমশ নেমে গিয়েছে ১১৫০০ উচ্চতার পঞ্চতরণী নদী–উপত্যকায়। ভারী মনোরম এই বিশাল উপত্যকাটি। চওড়ায় দেড় কিমি ও লম্বায় প্রায় তিন কিমি। পূব–দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের একাধিক হিমবাহ থেকে বেরিয়ে এসে উপত্যকার মাঝ–মধ্যিখান দিয়ে জালের মতো বহুধা বিভক্ত ধারাগুলি বয়ে গিয়েছে। ভীমা, ভগবতী, সরস্বতী, ঢাকা ও বর্গশিকা এই পাঁচটি নদীর মিলিত ধারা তাই নাম পঞ্চতরণী। গভীরতা তেমন নয়, নদীর স্রোত ক্রমশ উত্তরমুখী এবং বালতাল পার হয়ে একসময় পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। পঞ্চতরণী নদীর বাঁ–দিকে সীমান্ত রক্ষীদের শিবির, ডান দিকে যাত্রী শিবির। রয়েছে বেশ কিছু ভাণ্ডারা, দোকানপাট ও সঙ্গে এসটিডি ফোনের বুথ। নদীর ডান দিক ঘেঁষে তিনটি হেলিপ্যাড। আমাদের তাঁবু সামনের পথের থেকে বেশি ভিতরে নয়। সঙ্গে ব্যাগ তাঁবুর বিছানায় রেখে কলের দিকে গেলাম, বেলা প্রায় দু–টো, রোদের তীব্র উপস্থিতি। দুপুরের ভোজন প্রস্তুতিতে কিছু বিলম্ব আছে, এই সুযোগে মগ নিয়ে কলে স্নান সেরে ফেললাম। ঠাণ্ডা জল কিন্তু তেমন ঘায়েল করতে পারল না। সত্যি বলতে কি, মাথায় জল দিতে ক্লান্তি দূর হল। তাঁবুতে আটটি ক্যাম্প খাট, তবে আমরা সংখ্যায় দু'জন কম, দুটো শয্যা খালি রয়ে গেল। আমি ও আমার বন্ধু বরাবর একই তাঁবুতে থাকছি। পঞ্চতরণীতে আমাদের তাঁবু–সঙ্গী এক মধ্যবয়সী দম্পতি ও আরও দুই ভদ্রমহিলা। মধ্যবয়সী ওই দু'জন পরস্পরের গুরুবোন, জলপাইগুড়ির মালবাজার থেকে এসেছেন। রাতে আলোর ব্যবস্থা শেষনাগের মতোই। টিমটিমে বাল্বটি রাত এগারোটা পর্যন্ত কষ্ট করে জ্বলছিল। কাল গুরু পূর্ণিমা, সকালে অমরনাথ গুহা দর্শনে রওনা দেব সকলে মিলে। এত কষ্ট ও ঝুঁকির যাত্রার চূড়ান্ত পর্ব। ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত উত্তেজনাকর অনুভূতির ধোঁচায় ঘুম আসতে চাইছে না। তারওপর রাতের পূবাকাশে এক দঙ্গল মেঘ পূর্ণশশীর যাত্রাপথে বাগড়া দিয়ে রেখেছে। কাল কি বৃষ্টি হবে নাকি? এ–কদিন পর্যন্ত বরুণদেব আমাদের এতটুকু বিব্রত করেননি, কালও তেমনটি রোদ ঝলমল থাকবে তো! অনেকরাতে একবার তাঁবুর বাইরে এলাম। দেখি সন্ধ্যে বেলার সেই দুষ্টু মেঘগুলো উধাও। আহ ওই তো নিটোর চাঁদের আলোয় সামনের পঞ্চতরণী যেন ভেসে যাচ্ছে। ঘুমে নিঃঝুম সারি সারি তাঁবুগুলো যেন এক স্বপ্নের ঢেউ। আর কয়েক ঘণ্টা, তারপরই বাবা অমরনাথের তুষার–লিঙ্গ দর্শন!

পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়

অবহেলায় পাতিহাল স্টেশন

চরম সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাতিহাল: বেহাল পাতিহাল রেলস্টেশন। এই স্টেশনের নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ দক্ষিণ–পূর্ব রেলের পাতিহাল স্টেশন চরম অবহেলার শিকার। সমস্যা নিরসনের জন্য যাত্রী সংগঠনও তৈরি করেছেন ভুক্তভোগী নিত্যযাত্রীরা। নিত্যযাত্রীরা অভিযোগ করেছেন, রেল কর্তৃপক্ষ কোনওরকম পরিকাঠামোগত উন্নয়ন না করায় এং উপযুক্ত নজরদারির ব্যবস্থা না থাকায় এই স্টেশন দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠছে ক্রমশ। যাত্রী সাধারণের পক্ষ থেকে অজন্তা বাগ সম্প্রতি এই স্টেশনের দুরাবস্থার কথা সবিস্তারে জানিয়ে নয়া দিল্লির সংসদ মার্গের সর্দার পটেল ভবনের ডায়রেকটরেট অফ পাবলিক গ্রিভান্স ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটে চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিতে অজন্তা দেবী অভিযোগ করে লিখেছেন, 'দক্ষিণ–পূর্ব রেলের হাওড়া–আমতা ডিভিশনের পাতিহাল স্টেশন থেকে প্রত্যহ কমবেশি পাঁচ হাজার যাত্রী ওঠানামা করে। শহরতলীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশন থেকে মোট যাত্রীর সংখ্যার ৯০ শতাংশ যাত্রী অফিস, স্কুল–কলেজ যাতায়াত করেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ যাত্রীই আবার মহিলা। এছাড়াও যাতায়াত করেন শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক মানুষজন। পরিষেবার কোনও উন্নয়ন না হওয়ার জন্য স্টেশনটি বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠছে।' তিনি আরও অভিযোগ করে, ওই পত্রে লিখেছেন, 'আপ ও ডাউনের একমাত্র প্ল্যাটফর্মটি কংক্রিটের নয়। মাটির তৈরি প্ল্যাটফর্মটি বর্ষাকালে দুর্বিষহ চেহারা নেয়। এই প্ল্যাটফর্মে নেই কোনও যাত্রী শেড। নেই কোনও প্রসাবাগার–শৌচাগার। পানীয় জলেরও ব্যবস্থা নেই। এই সমস্ত কিছু না থাকার কারণে গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে দূরবর্তী গ্রাম থেকে আসা যাত্রী সাধারণ চরম সমস্যার সম্মুখীন হন। তার উপর সমগ্র প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ঝোপ জঙ্গল তৈরি হওয়ায় সাপের উপদ্রবও দেখা দেয়। মাটির তৈরি প্ল্যাটফর্ম বর্ষার কারণে ক্রমশ নীচু হতে থাকায় উঁচু হয়ে পড়ছে ট্রেনের কামরা। যার ফলে যাত্রী সাধারনের ট্রেনে ওঠা–নামা কষ্টকর হচ্ছে। বিশেষত মহিলাযাত্রী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যাত্রীদের কাছে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। যাত্রী সংগঠনের সদস্য–সদস্যরা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকেও।

এই ব্যাপারে দক্ষিণ–পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশনের এক আধিকারিক জানালেন, পাতিহাল স্টেশনটি পরিদর্শন করা হয়েছে। ওই স্টেশনের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কথা ভাবা হচ্ছে।

দক্ষিণ–পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সৌমিত্র মজুমদার জানালেন, রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রী সুবিধা, যাত্রী পরিষেবা উন্নয়নের দিকে সদা সচেষ্ট। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিদ্যাধরীর বাঁধ ভেঙে বিপর্যয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যাধরী নদীর জলস্ফীতির ফলে সন্দেশখালি ২ নং ব্লকের অন্তর্গত কালিনগর ও সায়রা অঞ্চলের ৪টি মৌজা জলমগ্ন হয়ে যায় এবং ১২০০০ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। একটি স্থানীয় মসজিদের বিরোধিতায় নদী সংলগ্ন 'রিং বাঁধ'–এর প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি এবং নদীর চর না থাকায় বাঁধের এক অংশ ভেঙে যায়। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ২ নং ব্লকের বিডিও আনন্দ গৌতম বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ত্রাণকার্য চলছে এবং গৃহহীন মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

মাটি ও মানুষ

হাওড়ায় বিপদ বাড়ছে বে–আইনিভাবে মাটি ও বালি তোলায়

অভিজিৎ হাজরা

আমতা: নদী ও নদী লাগোয়া এলাকাকে বে–আইনিভাবে মাটি ও বালি কাটার বিপদ থেকে বাঁচাতে রাজ্য সেচ দফতর এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে। দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, ভাগীরথী প্রভৃতি নদী থেকে নিয়মকানুনের কোনও তোয়াক্কা না করেই যথেচ্ছভাবে মাটি, বালি কাটা হচ্ছে। এমন অভিযোগ বিগত কয়েক বছর ধরেই উঠে আসছিল। বিগত বাম শাসনকাল থেকেই এই অভিযোগ করা হচ্ছিল। এই বালি লরি করে দেদার পাচার হচ্ছে সর্বত্র। তাছাড়া একাধিক ইটভাটা তৈরি হচ্ছে নদীর কাটা মাটি দিয়েই। শ্যামপুর, সাঁকরাইল প্রভৃতি এলাকায় ইটভাটাগুলির বিরুদ্ধেই মূলত অভিযোগের তির। অপরদিকে বালি ও ইটভাটার জন্য মাটি উত্তোলনকারীদের সাফাই তারা সবরকম নিয়ম মেনেই কাজ করছে। সেচ দফতরের আধিকারিকদের অভিজ্ঞতা অবশ্য আলাদা। তাঁরা লক্ষ্য করছেন নিয়মকানুন তো দূর অস্ত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনওরকম অনুমতি না নিয়েই ব্যাপক হারে বালি এবং মাটি তোলা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্র মারফৎ জানা যায়, বেশিরভাগ মাটি এবং বালি উত্তোলনকারীরাই কোনও না কোনও রাজনৈতিক দাদা এবং পুলিশ প্রশাসনের এক শ্রেণীর অফিসারদের মদতপুষ্ট। বিশেষ করে নদীর নরম পলি মাটি এবং স্রোতে বয়ে আসা বালির উপরই নজর সব চাইতে বেশি।

এইপ্রকার বালি এবং মাটিতে যেমন গাঁথুনি মজবুত হয় তেমনি ইটও অনেক ভাল। কিন্তু এইভাবে বালি বা মাটি কেটে নেওয়ায় কি ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নদী বিশেজ্ঞদের মতে, জোয়ার বা ভাটার সময় স্রোতের সঙ্গে বয়ে আসা বালি পড়ার ফলে তৈরি হয় এক প্রাকৃতিক নদী পথ। কিন্তু পাড় বরাবর যত্রতত্র গর্ত করে বালি বা মাটি কেটে খুবলে কেটে নিলে সেইখানে তৈরি হয় মারাত্মক গহ্বর। এই ছোটবড় গহ্বরের জন্য নদীর নিজস্ব ঢাল এবং স্বাভাবিক স্রোত প্রবাহে বাধা প্রাপ্ত হয়। বর্ষা বা কোটালের সময় দেখা দেয় হঠাৎ হঠাৎ ঘূর্ণি বা জলোচ্ছাস। এই সব ঘূর্ণি বহু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ ডুবে মারাও যায়। তলিয়ে যায় নৌকা। তাই জলোচ্ছাস পাড় উপছে বানভাসী করে নদী লাগোয়া এলাকা। এইভাবে বে–আইনি বালি তোলা কিংবা মাটি কাটার ফলে কোথাও নদী ঘাটের এবং সেতুর নীচের মাটি আলগা হয়ে যায়। ফলে কোথাও দেখা দেয় নদী ভাঙন। বদলে যায় নদীর গতিপথ।

তাই এসব বে–আইনি মাটি এবং বালি কাটা রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সেচ দফতর। নিয়মবহির্ভূতভাবে মাটি এবং বালি কাটার জন্য সরকারেরও রাজস্ব ক্ষতিও হচ্ছে। সাধারণত বালি বা মাটি কাটার জন্য স্থানীয় স্তরে পঞ্চায়েতের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু দেখা যায়, যে পরিমাণ বালি বা মাটি কাটার অনুমতি নেওয়া হয়েছে তার চাইতে বেশি পরিমাণ বালি বা মাটি কাটা হচ্ছে। এই বে–আইনি কাজে প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়মবহির্ভূত কাজ বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেচ দফতরের আধিকারিকদের।

মশার পর বাদুরের সংক্রমণে আতঙ্ক

অরূপ সরকার

একটা সময় 'এইডস' নামক প্রাণঘাতী ব্যাধিটি নিয়ে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ছিল তুঙ্গে। অনেকেই মনে করতেন এইডস রোগীকে স্পর্শ করলে বা এইডস রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ব্যবহার করলেই বুঝি রোগটি সংক্রমিত হবে। এইডস রোগীকে পাড়াছাড়া বা গ্রামছাড়া করার লোকও পাওয়া যেত না। এমনও শোনা গিয়েছিল, কোনও কোনও হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রও নাকি এইডস রোগীকে ভর্তি নিতে চাইত না। বিষয়টি ছিল নেহাতই অজ্ঞতাপ্রসূত। কিন্তু এবারে পশ্চিম আফ্রিকার গিনি, লাইবেরিয়া, সিয়েরালিওন, নাইজেরিয়া থেকে 'ইবোলা' নামক যে মারণ রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশংকায় গোটা বিশ্ব শংকিত, সেই রোগ কিন্তু স্পর্শ থেকেও হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

প্রখ্যাত রকস্টার মাইকেল জ্যাকসন একবার ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন গ্লাভস পরে তা নিয়ে সে সময় ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। জ্যাকসন কিন্তু নির্বিকারভাবে বলেছিলেন কোনওরকম সংক্রমণের সম্ভাবনাকে ঠেকাতেই নাকি তিনি অমন কম্মো করেছিলেন। জ্যাকসনের সেদিনের মন্তব্যে যাঁরা তাঁর মধ্যে যুগপথ অজ্ঞানতা ও ঔদ্ধত্য খুঁজে পেয়েছিলেন, আজ তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে জ্যাকসনের ওই সতর্কতা ন্যায্যই ছিল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি বিশেষ প্রজাতির বাদুর থেকে এই রোগ ছড়িয়েছে। আক্রান্ত বাদুরের মাংস খেলে যেমন এই রোগ হতে পারে, তেমনই আক্রান্ত মানুষের লালা–রক্ত–ঘাম–বীর্য থেকেও এই রোগ ছড়াতে পারে। আর এখানেই নীতির আবহ তৈরি হয়েছে গোটা বিশ্বে। অনেকেরই ধারণা, এই রোগ এইডস–এর থেকেও প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। কারণ আপাতত এই রোগের কোনও চিকিৎসা নেই।

রবিবারই গিনি থেকে আগত এক যুবকের শরীরে ইবোলার ভাইরাস থাকতে পারে সন্দেহ করে তাকে চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার রক্ত পরীক্ষা করতে পাঠানো হচ্ছে পুনেতে। এরাজ্যে এভাবেই কোনও আক্রান্ত যখন–তখন ঢুকে পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে ভাবলেই আতঙ্ক দানা বাঁধে। এক এনসেফেলাইটিসে রক্ষা নেই...

ভ্রাতৃডোরে পুলিশ

রাখী বন্ধন উৎসব'কে কেন্দ্র করে বিজেপির ১১৭ নং ওয়ার্ডের আয়োজিত একটি পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে প্রচুর মানুষ। তারই একটি বিশেষ মুহূর্তে কর্তব্যরত পুলিশকে রাখী পরাচ্ছেন ওয়ার্ডের আইটি সেলের সদস্যা চিকুর ব্যানার্জি

প্রতিবেদন ও ছবি সোমতাপস

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন

হীরালাল চন্দ্র

গত ১০ আগস্ট (১৪) সন্ধ্যায় দমদম নাগেরবাজার যোগীপাড়া রোডে সঙ্গীতপ্রিয় সংসদের উদ্যোগে ও সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় 'রাখী বন্ধন' উৎসব উপলক্ষ্যে মনোরম 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মেঘমল্লার ও দেশ রাগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন শ্রাবন্তী ব্যানার্জী। সঙ্গে হারমোনিয়াম ও তবলা বাজান বিশ্বনাথ সুর ও সমীর নন্দী। শেষে পুরিয়া কল্যাণ রাগে বাঁশী বাজিয়ে সকলকে আপ্লুত করে দেন অশোক কর্মকার। ইমন রাগে খেয়াল শোনান চিরাগ চ্যাটার্জী। সঞ্চালনায় নিমাই মুখার্জী।

গুরুসদয় সংগ্রহশালায় রাখী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সন ১৯০৫, ১৬ অক্টোবর। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন সারা দেশ উত্তাল। বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে অরন্ধন, সারা দেশ জুড়ে চলছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মিছিল এবং বঙ্গভঙ্গের তীব্র সমালোচনা করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও তৈরি হচ্ছে, ঠিক তখনই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনে যোগ দেন। হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি মানুষকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনে অটুট রাখতে এবং সকলকে ভাতৃত্ব বোধে আবদ্ধ করতে তিনি শুরু করেছিলেন রাখী বন্ধন উৎসব। ওই দিন বাংলার প্রতিটি মানুষ একে অপরের হাতে রাখী বেঁধে প্রমাণ করেছিল যে তাদের এই বন্ধন অটুট, যা কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কখনও ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সেই রাখী বন্ধন আমরা আজও পালন করছি নানাভাবে।

গুরুসদয় সংগ্রহশালা ও আলতামিরা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গত ১০ আগস্ট বিকাল ৫টায় সংগ্রহশালায় পালিত হল রাখী বন্ধন উৎসব। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন সংগ্রহশালার কিউরেটর ডঃ বিজন কুমার মণ্ডল, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলী, বিভিন্ন শিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী মায়াবালা, এরপর একে একে উপস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই রাখী বন্ধনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। উপস্থিত ছিলেন ব্রতচারী বিদ্যাশ্রমের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অসিত কুমার ঘোষ মহাশয়। তিনিও তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাখীর মূল প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এরপর সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হল মুজিবর রহমানের তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – জীবন ও সময়'। অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্যায়ে সকলে সকলের হাতে রাখী পরিয়ে সমারোহের সাথে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই বিশেষ দিনটির সন্ধ্যা যেন আরও উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে উঠল বহু মানুষের সমাগমে এবং সকলের সঙ্গে একটা সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধের মাধ্যমে।

ছবি আলোচনা

কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়তে স্বাধীনতা দিবসে 'সিঙঘম–রিটার্নস'

পার্থসারথি গুহ

'সিঙঘম–রিটার্নস' ছবির প্রচার উপলক্ষে সম্প্রতি শহরে এসেছিলেন এই সিনেমার নায়ক–নায়িকা এবং পরিচালক। অজয় দেবগণ, করিনা কাপুর এবং রোহিত শেঠির ত্রহ্যস্পর্শে মেতে উঠল তিলোত্তমা। ছবি এবং অজয়–করিনার আগাম পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে এল সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সম্মেলনে। বাংলার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে অজয় দেবগণ জানালেন, উপযুক্ত স্ক্রিপ্ট পেলে আবারও বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে পারেন তিনি। করিনাও জানালেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ছবিতে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে তাঁরও। রাখির দিনে শহরে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এই উৎসব নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়তে হল দুই স্টারকে। জবাবে অজয় দেবগণ জানালেন, তিনি কোনও নায়িকার হাত থেকেই রাখি বাঁধতে চান না। করিনা আবার চান, তাঁর স্বামী সইফ আলি খানের হাতে যেন সব নায়িকারাই রাখি পরায়। এইভাবেই নিজেদের অভিব্যক্তি তুলে ধরলেন দুই বলিউড তারকা। 'সিঙঘম–২' ছবিটি তার আগের থেকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ছবি : প্রিয়ম গুহ

অভিনেতা–অভিনেত্রী থেকে শুরু করে ছবির গল্প, ক্লাইম্যাক্স সবকিছুই আলাদা। এই ছবিতে মূলত সমাজের দুর্নীতি এবং কালো টাকা রোধে লড়াইয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যথারীতি অজয় দেবগণ এখানে দুষ্টরূপী কালো টাকার বিরুদ্ধে তার লড়াকু ইমেজ তুলে ধরেছে। মারাঠি মেয়ের চরিত্রে নায়িকা করিনা কাপুর খানও যথেষ্ট সহজাত। তাঁর ডায়লগেও উঠে এসেছে বেশকিছু স্থানীয় মারাঠি শব্দ। যা দর্শকরা বেশ উপভোগ করবে বলে নায়ক–নায়িকার দাবি। সারা দেশ জুড়ে এখন এই ছবির প্রচারে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'সিঙঘম–২' টিম। আগামী ১৫ আগস্ট, শুক্রবার রিলিজ করছে এই ছবিটি।

চিত্রশিল্পীর স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ আগস্ট (১৪) সন্ধ্যায় দমদম নাগেরবাজার নগেন্দ্রনাথ রোডে ড: অত্রি ভৌমিকের সুষ্ঠু পরিচালনায়, নাট্যশিল্পী ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের সুন্দর সঞ্চালনায় এবং রাণী ভৌমিকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও রবীন্দ্র গবেষক অধ্যাপক স্বর্গীয় সমর ভৌমিকের দ্বিতীয় বার্ষিক 'স্মৃতিবাসর উৎসব' (স্মরণসভা) সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে প্রয়াত শিল্পীর সাজানো প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাসহকারে মাল্যদান করার পরে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা মুখরিত জীবনী সম্বন্ধে 'স্মৃতিচারণ' করেন ক্যামেলিয়া গুহ, ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, গোবিন্দ মজুমদার, নীতিকা দাস, স্মৃতি পাল, মণীষা মুখার্জী, বিজয় ব্যানার্জী প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ সুর, সোমাশ্রী রায়, সুতপা রায় চৌধরী, মধুমিতা ভট্টাচার্য, এষা ঘোষ, সুস্মিতা ভৌমিক, স্বপন সরকার, রামমোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ। শেষে অতিথিবৃন্দ এবং শ্রোতাদের জলযোগে আপ্যায়ন করা হয়।

শারদীয়া যুগ সাগ্নিক

শুধু বহরে নয়, লেখাতেও অনেককে ছাপিয়ে গিয়েছে। দেড় ডজন গল্প, এক ডজন প্রবন্ধ, শতাধিক কবিতা, মনোরম ছোটদের পাতা।

মূল্য মাত্র ২৫ টাকা

সম্পাদক : প্রদীপ গুপ্ত

যোগাযোগ :

৯০৮৮৩৮৪৮৯৬

মাঙ্গলিকী

দমদমের জাদু আড্ডা

দমদমের জাদু আড্ডায় দ্বিতীয়বার যোগদান করলেন কলকাতপ্রেমী, বহু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ বরিষ্ঠ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্ণ (৮২'কে ছুঁয়েও আজও পূর্ণ প্রাণ 'তরুণ' একজন!)। আড্ডা বসেছিল যথারীতি দমদম নিবাসী, বরিষ্ঠ কবি, লেখক শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্য ভট্টাচার্য মহাশয়ের আবাসনে। আহ্বায়ক তাঁরই সুযোগ্য পুত্র, জাদুকর, গ্রাফিক্স প্রাজ্ঞ, আলোকচিত্র শিল্পী তথা যুবা প্রতিভা অর্ঘ্য ভট্টাচার্য। আর আড্ডায় উপস্থিত সকলকে উষ্ণ আতিথেয়তায়, হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্র সঙ্গীতে যিনি আপন করে নিলেন তিনি হলেন অর্ঘ্য ভট্টাচার্যের সহধর্মিনী, সহমর্মিনী ভাস্বতী ভট্টাচার্য। আর পরিবারের গৃহিনী'(!) বালিকা হিমিকা ভট্টাচার্য জমিয়ে দিল আড্ডা গানে আর জাদুতে। আড্ডার সভাপতি, গৃহকর্তা শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্য ভট্টাচার্য সকলকে উষ্ণ স্বাগত : ভাষণে আপনার চেয়েও আপন করে নিলেন। অর্ঘ্য ভট্টাচার্য এদিন বেশ কয়েকটি জাদু দেখান। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য ঘরোয়া পরিবেশেই অতি দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চে জাদু, চেন এসকেপের দুর্দান্ত পরিবেশন।

রণ চ্যাটবার্ণ বললেন ভারতবর্ষকে বিশেষ করে কলকাতাকে তাঁর ভালোবাসার বিশেষ কারণ এখানকার মানুষজন স্বল্প পরিচিতিতেই সকলকে আপন করে নিতে পারেন। দুঃখ প্রকাশ করলেন এই বলে, আজ পাশ্চাত্য দুনিয়ায় মানুষে মানুষে আত্মিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ নয়। হয়ে যাচ্ছে অতি ব্যস্ত জীবন প্রবাহের জন্যে। এদিন বিবিধ বৈঠকী ও স্ট্যান্ড ।।। জাদু প্রদর্শনীতে যাঁরা আসরকে সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন সুদীপ্ত মৌলিক (নেষ্ট অবকয়েন্স ও রিং অ্যান্ড রোপের মসৃণ প্রদর্শনী –পি এইচ ই–র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অপরদিকে দক্ষ জাদু প্রদর্শক), দিব্যেন্দু নাথ (মোবাইল ও কারেন্সি নোট নিয়ে পেশাদারি প্রদর্শনী)। ভোলানাথ দাস (পুঁথির মালা নিয়ে ইদানীং তাঁর হাতে বারবার দেখা সুন্দর খেলাই আরও একবার সুচারু ভাবে প্রদর্শন)। রাজীব মৃধা (জাদুকর রাজকুমার বলেই পরিচিত। উইল দি কার্ডম ম্যাচ খেলাটির বৈচিত্রময় প্রদর্শনী)। অমরনাথ দাস (ছুরির ত্রাস। ভূতুড়ে রুমালের নিখুঁত প্রদর্শনী), দেব মল্লিক (নিজের হাতের তৈরি সেফটিপিন নিয়ে অতি বিস্ময়কর বৈঠকী জাদু), বালক জাদুকর রনজিৎ দাস (জি শ্রীনিবাসের মেলা ক্যান্ডেল থ্রু সিল্কসের সপ্রতিভিত প্রদর্শনী)। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আড্ডার প্রথম দিকে সদ্য প্রয়াত সুচিত্রা সেনকে শ্রদ্ধা জানানো হল। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে। এই পর্বটি পরিচালনা করলেন সুন্দর বক্তব্যসহ জাদুকর ভোলানাথ দাস। আড্ডার গোড়াতেই জাদুময় সন্ধ্যাটিকে আরও উজ্জ্বল করলেন রণ চ্যসাটবার্ণ– অর্ঘ্য ভট্টাচার্য কি বোর্ডে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে। আর সারা সন্ধ্যাই আড্ডা আরও জমে উঠল গৃহকর্তী পরিবেশিত 'চা–টায়ের' পরিবেশনের মাধ্যমে...

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'তারুণ্য'

সুকুমার মণ্ডল

পত্রিকার 'বর্ষাবরণ সংখ্যা' আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। এবারের সংখ্যার বিশেষ আলোচ্য বিষয় 'বাংলা ভাষার চর্চা'। সম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই বিষয় বস্তুকে দুই বিপরীত মেরু থেকে দেখে লেখা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় দাস, সুনীল ঘোষ ও ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তীর তিনটি নিবন্ধই মননশীল রচনা। কবিতায় এই বিষয়টি আলোকপাত হয়েছে যাঁদের কবিতায়, তাঁরা হলেন কবি কিশোরমোহন নস্কর ও স্বপ্না বণিক। সাধারণভাবে চিঠির রসের বহু কবিতা রয়েছে এই সংখ্যায়। কয়েকটি সমৃদ্ধ কবিতার কয়েকটি লাইনে মনে আলাদা ভাবে দাগ কাটে। যেমন–'স্টেশন মাষ্টার ঘুমোতে যাচ্ছেন–তিন ঘণ্টা পর ছাড়বে নিশ্চিন্তপুর লোকাল। ঘুমিয়ে পড়ার উপায় নেই' ('ট্রেন নেই–অভিমান্য পাল), 'আমি ভোরের পাখি/আগুন মুঠোয় ধরে/ করি স্বপ্ন দ্বিগুণ' ('চুপ কথা'–ব্রতীন রায়), 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর/ নিঝুম সকাল নিঝুম দুপুর/ হাজার সখীর ছন্দ নুপুর, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ('বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'–কানন পোড়ে), 'শোন কবিতা তোর জন্যে রইল পড়ে সকল কাজ / বাসি ঘরে ঝাঁট পড়েনি–কত তারিখ ভুলেছি আজ' ('শোন কবিতা'–সানোয়ারা খাতুন / সানু) / 'মাঝরাতে বায়সের ডাকে / সচকিত নববধূ নিদ্রা ভেঙ্গে দেখে / রাত কত হল। আর কত বাদে টলোমলো পায়ে ফিরবে সিঁদুর শাখা' ('এসো মুক্ত করো'–প্রদীপ গুপ্ত) প্রভৃতি অনবদ্য লাইন সব।

তরুণ দলের ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে, স্বামীজির চিন্তাভাবনা, মতাদর্শ নিয়ে তারাশংকর দত্তর নিবন্ধটি সুনিশ্চিতভাবে তারুণ্য–র বর্তমান সংখ্যাটিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছে। দেবপ্রিয়দের 'বউ ধার' দুর্দান্ত রম্য রচনা। বাকি প্রকাশিত তিনটি গল্পই ধোঁয়াটে। বিখ্যাত মানুষদের রসবোধের এক উজ্জ্বল নিদর্শন এবারের সংখ্যায় 'হাসতে মানা' শিরোনামে প্রকাশিত সত্য কৌতুক কণাগুলি। সংকলন, বিন্যাসে সম্পাদক সুকুমার মন্ডল।

এছাড়াও রয়েছে বই–পত্র–পত্রিকার আলোচনা, তরুণদল সংগঠনের নানান অনুষ্ঠান সংবাদ। প্রচ্ছদে গ্রাফিক্স চিত্রণে বর্ষার দিনকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সব শেষে সম্পাদকীয় থেকে এখানে কিছু লাইন তুলে ধরে পত্রিকার লেখক লেখিকাদের সামনে তা বিশেষভাবে মেলে ধরা হচ্ছে। 'অনেকে ভাবেন যে গ্রাহক হওয়া মানে টাকা নিয়ে লেখা ছাপানো। তারুণ্যের ক্ষেত্রে সেই ধারণা ভ্রান্ত...' সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, সম্পাদকের উপরের পথ নির্দেশ। তারুণ্যকে বৃহত্তর সাহিত্য পিপাসু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ারই বলিষ্ঠ প্রয়াস –তারুণ্যের জন্যে রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অরূপ রতন

কলকাতা লিগ শুরু, যুবভারতীর জঞ্জালের স্তূপ নিয়ে প্রশ্ন

স্টেডিয়ামের হাল

একদিকে চলছে মোহনবাগান–টালিগঞ্জ ম্যাচ। অন্যদিকে যুবভারতীর দর্শক গ্যালারিতে চূড়ান্ত অবহেলা। *ছবি : প্রিয়ম গুহ*

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা ফুটবল লিগ ফের শুরু হল। প্রথমেই অবশ্য ইন্দ্রপতন। কিংফিশার ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে উদ্বোধনী ম্যাচেই জয় পেল মহমেডান স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের মূল স্থপতি ছিল সে দলেরই বাতিল গোলকিপার অর্ণব দাসশর্মা। লাল হলুদের বহু গোলমুখী আক্রমণ কার্যত একার হাতে প্রতিহত করল সে। এই ম্যাচকে আগে ধরা হত 'বড় ম্যাচ' হিসেবে। কিন্তু হালফিলে মহমেডান এতটাই খারাপ খেলছে যে তারা বড় দলের শিরোপা হারিয়ে ফেলেছে। যদিও এর মাঝেই গতবছর বাংলাদেশের হট ফেভারিট ক্লাব ধানমণ্ডিকে হারিয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত আইএফএ শিল্ড জিতে নেয় মহমেডান দল। সুলতান আহমেদ, ইকবাল আহমেদের মতো ক্লাব কর্তারা প্রথম থেকেই মরিয়া ছিলেন এ বছর অন্তত ভালো কিছু দেখাতে হবে। বেশ কয়েকজন অপরিহার্য ফুটবলার এবং বিদেশি রিক্রুট করেছে মহমেডান। তার পরিণামও মিলতে শুরু করে দিয়েছে। যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মহমেডানের এই জয়। মহমেডানের পর এবারের কলকাতা লিগে জয় দিয়ে শুরু করেছে আরও এক কুলীন ক্লাব মোহনবাগান। তারা কিন্তু মোটেই সহজে জয় পায়নি এই ম্যাচে। বলা চলে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সুব্রত ভট্টাচার্যের কোচিংয়ে থাকা টালিগঞ্জকে হারিয়েছে বাগান। তাও আবার পেনাল্টি গোলে। এই ম্যাচ যেভাবে হয়েছে তাতে দুদল যদি এক পয়েন্ট করে অর্জন করত তবে তাই হত প্রকৃত ফলাফল। বহু বিশেষজ্ঞের মুখে শোনা গিয়েছে এই কথা। মোহনবাগান বনাম টালিগঞ্জ ম্যাচকে হাই–প্রোফাইল হিসাবে দেখা হচ্ছিল প্রথম থেকেই। তার উপর আবার দুই প্রিয় বন্ধুর লড়াইয়ের আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল এই ম্যাচকে ঘিরে। যাতে ১–০ জিতে পাশ মার্কস হয়তো পেলেন সুভাষ 'ভোম্বল' ভৌমিক। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিলেন সুব্রত 'বাবলু' ভট্টাচার্য। এভাবেই প্রাথমিক পর্যায় থেকে ফুটবলের দামামা বেজে উঠেছে বাংলায়। পুজো আসার মুখে ঢাকের বাজনার সুরে মাতবে বাঙালি। তার আগেই ফুটবলের সুরে তাল মেলাচ্ছে তারা। এত কিছু ভালোর মধ্যেও অনেক নেতিবাচক দিক চোখে পড়ছে যুবভারতীতে গেলে। মানব বিষ্ঠা থেকে যাবতীয় জঞ্জালের স্তূপ হয়ে রয়েছে বাংলা তথা দেশের অন্যতম প্রথিতযশা এই স্টেডিয়ামটি। শুধুমাত্র সামান্য খেয়াল রাখা। তাও করতে অপারগ এখানকার ফুটবল প্রশাসকরা। পাশাপাশি ক্রিকেট নিয়ে এখানে চোখে পড়ে হাজারো বাহারের। এই তো আইপিএলের খেলা চলাকালীন একবার মনে করুন তো ইডেন গার্ডেনসকে। একেবারে যাকে বলে নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে থাকে মাঠ থেকে গ্যালারি সর্বত্র। ফুটবলকে কেন দুয়োরানী ধরা হয় এ নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। তাও কোনও হেলদোল নেই ফুটবল কর্তাদের। আগামী কিছুদিনের মধ্যে বাংলা মেতে উঠতে চলেছে আইপিএল ধাচের ফুটবল লিগ 'আইসিএল' নিয়ে। সেই সময় হয়তো দেখা যাবে ঝা–চকচকে হয়ে উঠবে স্টেডিয়াম। দলে দলে মানুষ যাবেন মেগা ম্যাচ দেখতে। সেই একইরকম পরিচ্ছন্নতা কি দেখা যায় না কলকাতা লিগের ম্যাচের সময়। এই প্রশ্নটা কিন্তু বারংবার উঠে আসছে। প্রতিবার বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার অব্যাবহিত পরে কলকাতা তথা গোটা দেশ মুখিয়ে থাকে এখানকার খেলোয়াড়রা কি শিখল তা দেখার জন্য। এবারেও যথারীতি তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিশ্ব ফুটবলের ছিটেফোটা সঞ্চালিত হয়নি কলকাতায়। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান এবং কিছু তথাকথিত ছোট ক্লাবের কয়েকজন প্লেয়ারের পারফরমেন্স যথেষ্ট নজর কেড়েছে। তবে আহামরি ম্যাচের আখ্যা দেওয়া যায়না এগুলিকে। তাও কলকাতার ফুটবল বলে কথা, তার একটা গুরুত্ব তো থাকবেই। তবে এ কথা ঠিক কলকাতার দলবদল বা ফুটবলার রিক্রুট করা নিয়ে যে তাপ–উত্তাপ থাকত একসময় তা থেকে আমরা এখন অনেকাংশেই বঞ্চিত। তাও বড় দলের খেলাকে কেন্দ্র করে এখনো যেভাবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন উপচে পড়ে তা কিন্তু অবিস্মরণীয়। এই উত্তেজনা বা ফুটবল জ্বর কাকতালীয় কোনও ঘটনা নয়। এটা এই শহরের রক্ত–মজ্জায় মিশে রয়েছে। তার দিকে একটু যদি নজর দেওয়া যায় তা হলে বোধহয় ভালো হয়। এদিকে আগামী ৩১ জুলাই কলকাতা লিগের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল। দু'দলেই বিশ্বকাপার শহর বেশ কয়েকজন বড় মানের বিদেশি ফুটবলার এসে গিয়েছেন। এদের মধ্যে জাপান, ইয়েমেন, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশের তারকারাও রয়েছেন। তাছাড়া কলকাতার চেনা কয়েকজন বিদেশি যেমন নাইজেরিয়ান র‍্যান্টি মার্টিনস, কাতসুমি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বড় ম্যাচের উত্তাপ আস্তে আস্তে ছড়াচ্ছে মহানগরীতে।

হকিতে হৃতগৌরব ফেরানোই এখন চ্যালেঞ্জ ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: হকির জগতে একটা সময় ভারতের নাম ছিল জগৎ বিখ্যাত। এদেশের দাপট সারা বিশ্বে পরিলক্ষিত হত। ভারতীয় হকির প্রবাদ পুরুষ ধ্যানচাঁদ সারা দুনিয়া জুড়ে সমাদৃত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এমন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে তিনি হকির জাদুকর। সেসময় একটা প্রবাদ চালু ছিল। তা হল ধ্যানচাঁদের হকি স্টিকে বল পড়লে তা নাকি আঠার মতো লেগে থাকে। অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, জার্মানদের এই আধিপত্যে তখন অনেকটাই ভাগ বসাতো ভারত। ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক হকির আসর অলিম্পিক গেমসে ভারতের স্বর্ণ পদক। একবার নয়, বেশ কয়েকবার ভারতের ঝুলিতে এসেছিল এই স্বর্ণপদক। এই ছবিটা পালটাতে থাকে আশির দশক থেকে। ভারতীয় হকির ঔজ্জ্বল্য অনেকাংশেই ফিকে হতে শুরু করে। পাকিস্তানের কাছে এশিয়ান গেমস ফাইনালে মুখ থুবড়ে পড়া ভারতীয় হকির জগতকে মারাত্মক কলুষিত করে। নিজেদের দেশে আয়োজিত ১৯৮২–র সেই এশিয়ান গেমস ফাইনালে দিল্লির মাঠে পাকিস্তানের কাছে ভারত হারে ০–৭। ভারতীয় হকির গ্রাফটা সেই সময় থেকেই ক্রমশ রসাতলে তলিয়ে যেতে থাকে। আপ্পু এশিয়ান গেমসের সেই কুৎসিত হারের পর থেকে জাফর ইকবালের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের ক্রম অবমূল্যায়ণ হতে থাকে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ভারতের হকি জগতে অবশ্য এ বছর ভালো পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এ বছর ভারতীয় হকি দলের পারফরমেন্স যথেষ্ট উন্নতমানের হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালে শক্তিধর দেশ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মোকাবিলা হয়েছিল ভারতের। তাতে ০–৪ পরাজয় হয়েছে সর্দার বাহিনীর। ভারতীয় দলের এবারের পারফরমেন্স গতবারের থেকে খানিকটা ভালো নিঃসন্দেহে। কারণ বিগত চার বছর আগে অজিদের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়েছিল ভারতীয় দলের। সেবার করুণ পরিণতি হয়েছিল তাদের। ০–৮ গোলে হেরে গ্লানির অতলে হারিয়ে যেতে হয়েছিল ভারতীয় হকি টিমকে। সে জায়গা থেকে এবার অন্তত চার গোলের ব্যবধান কমানো গিয়েছে। ভারতীয় দলের এই উন্নতি ত্বরান্বিত হওয়ার পশ্চাতে দলের ডাচ কোচের অবদান অনস্বীকার্য। নতুবা ভারতীয় দলের এই মনোভাব কখনই আশা করা যায়নি। প্রথম থেকেই তেড়েফুঁড়ে খেলেছে ভারতীয় হকি খেলোয়াড়রা। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের সেমিফাইনাল ম্যাচ ছিল উল্লেখ করার মতো। যেখানে ০–২ পিছিয়ে পড়েও ৩–২ গোলে জেতে টিম ইন্ডিয়া। তাও আবার অধিনায়ক সর্দারকে ছাড়াই মাঠে নামতে হয়েছিল হকি টিমকে। এই জায়গা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী এশিয়ান গেমস এবং অলিম্পিক গেমসকে 'পাখির চোখ' করে এগনো উচিত এই ভারতীয় দলের। নিজেদের হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার মোক্ষম সুযোগ নিশ্চয়ই তুলে ধরতে চাইবে ভারত। ধ্যানচাঁদের জাদুতে মুগ্ধ বিশ্বকে নতুন করে জানান দেবে ভারতীয় হকি। সেই প্রতীক্ষায় থাকলাম আমরাও।

ইংল্যান্ডে দুরমুশ ধোনি ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের লজ্জার হার ভারতের। ১–০ এগিয়ে থাকা সিরিজে শেষপর্যন্ত ১–৩ এর গ্লানি নিয়ে ফিরতে হল ধোনি বাহিনীকে। সারা দেশ জুড়ে বইছে সমালোচনার ঝড়। অধিনায়ক পদ থেকে ধোনি এবং কোচ ডানকান ফ্লেচারকে অবিলম্বে সরানোর দাবি তুলছে ক্রিকেট মহল। অথচ যখন লর্ডসে ভারত জয় পেল তখন সবাই মনে করেছিল যে এবার ভারতের সময়টা বিদেশের মাটিতেও ভালো যাবে। সৌরভের আমলে ভারত বিদেশের মাটিতে যে প্রত্যাঘাত দিতে শুরু করেছিল সেই ছবিটাই ফিরে দেখতে চাইছিল তামাম ভারতীয় ক্রিকেটমহল। কিন্তু সবাইকে নিরাশ করল ধোনির বাল্যসুলভ ভুলে ভরা অধিনায়কত্ব এবং ফ্লেচারের কুৎসিৎ ম্যাচ রিডিং। ফলে যা হওয়ার হলও ঠিক তাই। লর্ডসের আনন্দের রেশ মিলিয়ে না যেতেই সাউদাম্পটনে সিরিজ বরাবর হয়ে যাওয়া। আর তারপর ওভালের ম্যাচে যখন আড়াই দিনে ধোনির ভারতকে হারালো অ্যালেস্টার কুকের ইংল্যান্ড তখন টিম ইন্ডিয়ার রসাতলে যাওয়ার গ্রাফ পরিপূর্ণ হল। ভারতীয়দের এত খারাপ পরিণতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক রদবদলের দাবি উঠছে। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি একদিনের ক্রিকেটে যতই আধিপত্য দেখাক না কেন, তিনি টেস্ট ক্রিকেটের পরিমাপে একেবারেই শূন্য।

পূর্বসূরীদের ধারে কাছে নেই ধোনির পারফরমেন্স। তবে অধিনায়ক হিসেবে খুব খারাপ করলেও ধোনি ব্যাট হাতে যথেষ্ট সফল। অনেকের মতে অধিনাকত্বের চাপ আর বহন করতে পারছেন না ধোনি। তাই ভারতীয় টেস্ট দলের জন্য একজন বিকল্প নেতা বাছা হোক। ধোনিকে সামনের বছর বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতের একদিবসীয় ব্রিগেডের প্রধান রাখা হোক। যদিও অন্য একটি পক্ষ ধোনিকে একেবারেই সব ধরনের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। এই অংশ কোচ ফ্লেচারকেও বিতারণ করতে চাইছেন। তাদের দাবি ভারতীয় ক্রিকেটের হাল ধরতে এই মুহূর্তে হয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নচেৎ রাহুল দ্রাবিড়কে কোচের পদে বসানো হোক। বিড়ালের গলায় এখন ঘণ্টা আদৌ বাঁধা হবে না কি না দেখার বিষয় সেটাই।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

২২ আগস্ট, ১৯৩২

শহিদ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য'র মৃত্যুদিন। ১৯২৯ সালে মাদারিপুর শহরে বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ২২ আগস্ট, ১৯৩২ সকাল সাড়ে চারটার সময় বরিশাল জেলার পাঁচ হাজার নাগরিকের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধিক্কার মিছিলকে সামনে রেখে নিষ্কম্প হৃদয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নেন।

২২ আগস্ট, ১৯০৯

শহিদ কানাইলাল ভট্টাচার্য'র জন্মদিন। ১৯৩১–এর ২৬ জুলাই লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় সফল হয়ে ২৭ জুলাইয়ের দুপুরে কয়েকটা মাত্র গুলির সাহায্যে গালিব সাহেবকে হত্যা করলেন কানাইলাল। দীনেশের ফাঁসির প্রতিশোধ নিয়ে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন বীর যোদ্ধা।

২৪ আগস্ট, ১৮৮৯

দেশসেবক নিবারণচন্দ্র পাল'র জন্মদিন। বিপ্লবী জননেতা। ফরিদপুর জেলায় স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে তিনি বহুবিধ জনহিতকর ও সংগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। দেশবিভাগজনিত বিপর্যয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

স্বাধীনতা

বিধান সাহা

ওই পতাকা যত্ন করে
ওড়াই নীলাকাশে;
সবাই দেখে উড়ছে কেমন
খুশির হাওয়ায় ভাসে।

তেরঙ্গা ওই রঙের মাঝে
কত স্মৃতির ছবি;
অনেক মূল্যে স্বাধীনতার
উঠল ভোরের ছবি।

স্বাধীন রাষ্ট্র সফল নিশান
ওই আকাশে ওড়ে;
সেলাম জানাই উর্দ্ধে থাকুক
ভারত মাতার জোরে।

সৃজন দাস, পঞ্চম শ্রেণী, সোদপুর নবোদয় ইনস্টিটিউট।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

ধাঁধা

গত সংখ্যার উত্তর:
আকাশের তারা বা নক্ষত্র।
উত্তরদাতা বাপি সরদার, মোকামবেড়িয়া।

লতাও না লতিও না,
লতিয়ে লতিয়ে যায়
সর্বাঙ্গ ছেড়ে দিয়ে
চক্ষু দুটি খায়।

দুর্গাদাস সরকার

উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে 9038640030 এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ২৮.০৮.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।